আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহ

পলাশী ও পানিপথ

পলাশী ও পানিপথ

আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহ

নিসর্গ

পলাশী ও পানিপথ
আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহ

স্বত্ব
শামীমা নাহিদ
প্রকাশকাল
মে ২০০৯
মুদ্রণ
এবিসি কম্পিউটার্স এণ্ড প্রিন্টার্স
কাঁটাবন, ঢাকা- ১০০০।
প্রকাশক
নিসর্গ
কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার, বিএসএমএমইউ, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।
মূল্য
আশি টাকা

Palashi O Panipath a collection of Bengali poems by Abu Sayeed Obaidullah.
Published in May 2009. Published by Nisarga, Central library, BSMMU, Shahbag,
Dhaka- 1000. Cover designed by Roni. Price: Tk 80.00
ISBN: 978-984-33-0267-0

উৎসর্গ

বাঙলা ও বাঙালি

পলাশী
সতীদাহ
বাঙলা ও বাঙালি
পানিপথ
দেশাত্মবোধক কবিতা
পথে পাওয়া আলো
বন্যাত্রয়ী
জীবনানন্দ দাশ স্মরণে
অবশিষ্ট আলো
ভ্রমণ শেষে
ভাঙন পথে

স্থিতি
নরসভ্যতার গাথা
পুনর্গমন
সত্যকাম
চতুরাশ্রম
অনাথ
দস্যু
রক্তপিপাসু
গীতপরম্পরা
গহযাত্রী
চিড়িয়াখানার পাশে
মহামায়া
প্রত্যাবর্তন
প্রতিমাখেলা
সমর্পণের কবিতা
শিশু প্রতিভা
সোনার পথের কাছে
মাটির ভেতরে গান
দ্বিতীয় জন্ম
আগুনবন্দি
মীনকে
ফুলকে
ছাত্রী হোস্টেলের পাশে
লোকেরা
ভিক্ষুকের গান
প্রার্থনা শেষে
অতিক্রান্ত পথের পালন
পাঠশালার নিচে
লাল আঙুর
অপৌর
বাতাসজন্ম
আহারের সময়
বাংলা ডাকঘর
আমার হৃদয়
টান

পলাশী

জিজ্ঞেস করো। ঘোড়া হে উড়ন্ত অশ্ব, তোমার পিঠে কে ভাসমান।
জিজ্ঞেস করো। প্রর্বতক, পথিক অথবা গোপন রাজদূত কিনা।
জিজ্ঞেস করো। জিজ্ঞেস করো। কারণ সম্মুখে আমাদের গণজমায়েত।
কারণ এটি জানা দরকার আরোহীর আগুন আমাদের ভিটেমাটি
কতোটুকু পোড়াবে।

জিজ্ঞেস করো। হাতি, হে উজ্জ্বল ঐরাবত কতোদূর যাবে।
অথবা কাকে নিয়ে যাবে। জিজ্ঞেস করো।
জিজ্ঞেস করো। কারণ সম্মুখে আমাদের ভোজসভা।
কারণ এটি জানা দরকার কী সংবাদ ছিন্ন করে দেবে
ক্ষুদিরামের কণ্ঠ।

ঘোড়া আসছে ঘোড়া যাচ্ছে। আমাদের গ্রাম্য চুল্লি ভরা
বিরামহীন বরফের স্তর।
ইংরেজ আসছে নবাব নামছে। আমাদের পিতা প্রপিতামহের
সমাধি, কঙ্কাল।
আমাদের পলাশী বলতে আমার একটি বোন
আদিঅন্তে ভাতের থালা হাতে পথে পথে ঘুরছে
তার অনাগত সন্তানের নাম সিরাজদৌল্লাহ।

সতীদাহ

এ আগুন আমার নয়। এ মড়াও...
আমার যা কিছু তা মাটির শানকিতে
সরল ভাতের সাথে মিশে আছে
প্রার্থনার নামে।
জঙ্গলের সরীসৃপ পুকুরের জল
উঠোনে উঠোনে প্লাবনের কীর্তন
লণ্ঠনের নিচে সন্তানের মুখ– আমার।
তাই বলেছি এ আগুন আমার নয়, এ মরাও...
আমি সতী নই সতী নই। বিষ থেকে বিষের ভাণ্ড
আমার নারী অঙ্গে লেগে আছে,
আমি মন্দিরের কাছে এক মাঝির ছেলেকে দেখেছি মাছ হতে
আমাকে সে মৎস্য বউ করে নিয়ে গেছে কোন পাতালে
আমি এমন পাপ করে বলেছি আমি সতী নই।

তবু ওরা ধরে এনে শুইয়ে দিয়েছে কেরোসিন আর কাঠে
আমার মাতৃচিহ্ন বলতে কিছু নেই
কুলের দক্ষিণা আমি; পাপক্ষয়ের বেদনা মাখানো আগুন
অগ্নিঈশ্বর তুমি আমার ঘাতক।
একদিন লণ্ঠনের আগুনে পুড়ে মরেই গিয়েছিলাম
এখন বেঁচে গিয়ে পড়েছি কোন দস্যুদের হাতে।
বনে বনে ঘুরছে আমার ছেলে
তার হাতে ভিক্ষাশিক্ষণের প্রথম ধনুক
তাকে বলো আমার অবশিষ্ট নাভিখণ্ডের নাম
রাজা রামমোহন।

বাঙলা ও বাঙালি
আদিসূত্র, আদর্শচিত্র

বাঙলা

এ ভাষা মাটির প্রথা। তাই দেহতীর্থে শব্দরস মৃত্তিকার নামে।
দেহ লুপ্ত যদি সময় যাপনে– পুনরায় শত দেহ মাটির প্রকাশে।
তখন এ মাটির নাম মাতা
মাটির প্রণয় থেকে দিকে দিকে মাথা।
আমরা মাটির ভক্ত আমরা সকলে আদি
আদি থেকে জৈব গান ধান ও গোকুলে।
যথা ধান তথা নাথ
আমরা নতুন জাত এ ভাষার টানে।
গুপ্ত প্রাণী যখন কণ্ঠ চেপে ধরে
তখন শহীদ ভ্রাতা পিচ ও প্রান্তরে।

শত শতাব্দীর আলো- দেহান্তরে পাখি।
জানি শিকারে অভ্যস্ত, জ্ঞাতি
বন্দি করবে খাঁচায়।
বন্দি তাই
লোহার বাড়িতে বঙ্গমাতা।
তবু সহস্র সরল নদী বহে যায়
পূর্বাপর চিহ্ন আছে সন্তানের গায়
যেথায় লাঙ্গলের কীর্তি সেখানে আসর
গুল্মলতার বিবাহে আমাদের গান।
অশুভ সময়, অশুভ প্রার্থনা
শব্দগুলো জল হয়ে আমাদের যমুনা।

বাঙালি

হাতি নাই ঘোড়া নাই শুধু বহুব্রীহি সময়ের সংঘ
আর আমার প্রপিতামহের দেহে দাসের চিহ্ন
যথা দাস সেথা নাশ– ভসুয়া বাঙ্গাল জ্বলে
শস্যও ঋতুর ভেতর।
আর বীজের নামে বিবাহ করে, মাটির নামে সন্তান ধরে।
যদিয়ো অনার্য আর বীর্যহীন– কলঙ্ক সকল
তবু জয় করে এনেছি সকল পরাজয়
এক সাথে খাই আর এক সাথে ঘুমাই
যৌথ চোখের অঞ্চলে পোড়ে একই স্বপ্ন।
আমি যে বীরের পুত্র--ইতিহাস জানে
আমার ভাই রাম রহিম বড়ুয়া সকলই জানে
ওরা একদিন নির্ধারণ করে
আর একদিন আমাকে নিহত করে!

সমাপ্তিরেখা, সরল সম্ভাবনা
বাঙলা

জনাকীর্ণ। পথে পথে খাদ্য আর পয়সার কাঙাল, অনেক।

আমরা নদীতে অবস্থান করে দেখি-- রেলপথ অতিক্রম করে
আসছে সে (ভাষা)।
তখন প্রদীপ হাতে, আলো উঁচিয়ে ধরেন গৃহসেবী বউ
স্বামীর সংসার থেকে অবতরণ করে
এই অকুলীন বংশধরকে বাঁচাতে হবে।
শ্রুতি চিহ্ন ক্রমান্বয়ে ছোট ছোট শিশু
হাত পাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে ধীরে ধীরে
মাটি এবং মাতা।

বাঙালি

দেহে ধর্মের পোশাক। তবু গন্ধ পাই– পচা মাটি ও জলের।
সেই প্রাকৃত অন্ত্যজ জন, চাষ করে আর মাছ ধরে
যতোটুকু অশ্বারোহী– তাতে ধান আর গানের পালন।
গান হয় বর্ষাকালে গান হয় শীতে
শীতের পিঠা থেকে বেদবাক্যশ্লোকে।
একদিন বাণিজ্যপ্রবণ আর একদিন ঋষি
প্রতিবেশীর ক্রোমোজমে পৃথক স্বীকৃতি।
জ্বলে, ওড়ে। পোড়ে নিজেদের, পোড়ে অন্যদের
হামুখো আগুনে দানবের উপস্থিতি।
বলি তুমি আমার ভাই তুমি আমার বোন
গৃহ থেকে পথগুলো জলমুখো- দূর
একদিন আধিপত্য শূন্য গোয়ালঘরে
আমি বাঙালি, শুনি– উড়ালের কাহিনী।

পানিপথ

দেহাবশেষ নিয়ে ফিরেছি ঘাটে। বংশচিহ্ন অপহৃত।
পরিচয় বলতে শুধু আধপোড়া নাভিখণ্ড
তার স্মরণে একলা মানুষ।
দূরে লালরশ্মি, আগুন। উত্থিত ঘোড়ার ফণা
মনে করিয়ে দিচ্ছে প্রয়োজনে সেও অজগর।
নদী নদী শূন্য প্রবজ্যা। ঘূর্ণিজলে কানাইয়ের নাও
পাতালমুখো।
একদিন নিদ্রাশেষে ঘুটে কুড়োনির মেয়ে
ঘেমে ওঠা ভাতের হাড়ি স্পর্শ করে দেখে
মাঠে মাঠে শস্যের যুবক ভস্ম হয়ে গেছে।

অশোক গাছের নিচে রাঢ় বাংলার মেলা
তখন সবুজ শীতকাল
হিম জামার নিচে আগুনের জন্ম
অর্থাৎ অগ্নি বাসরে বাল্যবিবাহ।
বধূ দাঁড়িয়ে আছে কুয়োতলার কাছে
কিন্তু তার কাছে এমন সংবাদ নেই–
যে সে বিছানা সাজাবে।
শুধু কুণ্ডলিত রণধ্বনি ভ্রূণ বিকাশে দেখা যায়
মোঘল বধে উজ্জীবিত শেরবাহিনী।

এই পথেই শুভযাত্রী বরপুত্র অওদিপাউস আসবে
অপেক্ষায় আছে ক্রমাগত বিবাহযোগ্যা মাতা
হায় নিয়তি সন্ততি সবকিছু পানিপথে লেখা
এখন এই গান ঘুরে ঘুরে আসে
চড়ুইয়ের মতো নাচে
আমি দৌড়ে যাই পুত্র দৌড়ে যায়
পানিপথ গন্ধম নামে গড়াগড়ি খায়।

দেশাত্মবোধক কবিতা

জল হয়েছে আগুন
প্রথাপূর্ণ এই যমুনায় আজ হাড়পোড়ানোর গান।
নৌকা নেই। বুকে হেঁটে আগুনে করি আয়োজন।
আমার পথের ভগবান শেষ
সে অর্ধেক স্মৃতি হয়ে যেমন উড়ছে হাওয়ায়
তাও মৃত্যুগন্ধে বেগবান।
মহা জাগরণে যাত্রীগণ করে গান
হায় আগুন আগুন হলো যমুনার জল
পুড়ে যায় মৎস্যভাত ঘরে ঘরে সোনার পুতুল।

তুমি গৌতম বুদ্ধের দেশে থাকো
তোমার সংসার ভরা ছাই।

পথে পাওয়া আলো

হাঁস

নিরাময়ের জন্য হাঁস। নিরাময়ের জন্য শাদা জলদুহিতা।
প্রাণীজগতের এই অজাতশত্রু আলো আমাদের উপলক্ষ্য।

বহুদিন পর জলের ভাঙ্গন শুনে বুঝলাম
এটা আর কিছু নয়, শাদা পালকের ছোট্ট পাখি
ডানা দুলিয়ে দুলিয়ে আসছে।
স্থলবাসী ফুল, অনেকদিন আত্মীয় ছিলো
আজ কোন জঙ্গলের গাছ
তাকে ডেকে নিয়ে যায়।
জানি ডিম্বানুতে পরাশ্রিত শুক্র
জন্ম দেবে শিশু- অপর পক্ষের।

তাই নিরাময় প্রয়োজন। জলে হাত দিয়ে বুঝি
আর একবার উপস্থিতি প্রয়োজন।
ছোট্ট পালকের ভারে আমাদের স্থল-অবস্থান
পুনরায় নির্বাচিত হোক।
একদিন জলভ্রমণে গিয়ে দেখবো
আমরা সবাই অজাতশত্রুর শিষ্য।

মাছ

ভেসে ওঠে আর একবার তুমি বলো
তুমি কোনো মানবী ছিলে না
পথে পথে অনেক বিশ্রাম নিয়ে, জননীর
ভূমি হারিয়ে এখন এতটুকু সম্বল, জলে।
বলো, তুমি কেবলই মৎস্য, জলবন্ধু।

আর একবার আমি, মাঠে মাঠে শস্যের
প্রতিভা দেখে– মনে করবো আমাদের ভবিষ্যৎ
ভালো, আর একবার জল দেখে ভাববো
আমাদের বৃষ্টিপথ হবে।

জলে পথ রেখে বলো– তুমি কোনো শব্দ ছিলে না
শব্দে নিঃশেষ তুমি, জলকুলতারাবৎ বোন
ডাকো ভ্রাতা সকল ডাকো আত্মীয় সকল
আর বলো জল থেকে পুনর্বার জন্মজয়।

শ্যাওলা

একদিন বিবরণ দিতে গিয়ে ভাবি– আমি কি
কবি। প্রভাতের আলোয়, পুকুর ঘাটে অপরূপ
শ্যাওলা পথ। জরাসন্ধ, যৌথ পরিবার।
জলের স্পর্শে খিল খিল করে হাসছে

বলছে ছেলে বলছে বালক আর একটু থাকো।
আমার তখন নিরাময় চেষ্টা
ভূলোক ফাঁক করে উঠে গেছি পৃথিবীর পুত্র
সারা গায়ে রক্তের দাগ, বিষ বহনের চিহ্ন।
বলছি ও শ্যাওলা, ও সবুজ আলো
আমি পুনর্বার জন্ম চাই
জন্ম শেষে এই পুকুর ঘাটে মাতা চাই
মাতা মাতা জগতমাতা আমাদের কেউ নয়
আমাদের ধ্বংস করে চলে গেছে
কোন পুরুষালয়ে।

পাখি

আর একবার স্মৃতিমুখ, পৃথিবীর কথা মনে পড়ে।
আর একবার প্রার্থনা শেষে- প্রভাত, পুকুর
জলের উন্নয়ন।
না হয় ভুলেই গিয়েছিলাম- জন্মে থাকার কথা
ভুলেই গিয়েছিলাম, আমার একটি অঙ্গের নাম হাত।
লেজ তুলে দাঁড়িয়েছে আর ডানাগুলো ছড়িয়ে
দিয়েছে আকাশে।
তখন গাছে গাছে বৃষ্টি-বালকের আশীর্বাদ
আমাদের লাইনে থাকার কথা ভুলিয়েছে।
আকাশে আকাশে বিহ্বল মেঘ
শোনে ধ্বনি ব্যঞ্জনা, ডানার রঙ্গে লুকানো
মাটির প্রতিভা।
আমাদের স্মৃতি হারানোর দায় সেরেছে
এই মুগ্ধ বিহঙ্গপ্রাণ।

বাড়ি

অবিরাম ঘাসের উপর স্বচ্ছ বোন, বেড়ে উঠেছে।
ততোধিক গাছের গুঞ্জন, উপস্থিতি রৌদ্র ছায়া সারাক্ষণ।
প্রতিভা বিন্যাস এইখানে সম্ভব, আমরা ভাবি।
আমরা মাতৃহীন, সংসারের উপদ্রবে ঘর ছেড়ে এসেছি
শহর বলতে শুধু রাস্তা, মানুষ-ভিক্ষুক
বলে লাইনে এসো, বলে টাকা দাও।

হঠাৎ পুকুর ঘাটের কাছে মানবিক বাড়ি
সন্ধ্যাবাতি জ্বেলে বোনের মতো ডাকছে।
আমার তখন পায়ে ক্ষত, হাতে রক্ত
ভিক্ষা শেষে এই বাংলানারীর কাছে দাঁড়িয়েছি।

বন্যাত্রয়ী

ভবিষ্যত

জলে ঢেউ উঠছে আর আমি কবিতা কবিতা করছি
আমি দেখছি ভেসে উঠা সরীসৃপের দেহে বাল্মীকির চিহ্ন
জলে দাগ পড়ছে আমি অমৃত অমৃত করছি
আমি দেখছি সড়ক শেষে জললাইনে শাদা শাদা শিশু।

আমি শহর ফেরত, আমার গায়ে জনমানুষের ভিড়
বলছি জল কাছে আসো, বলছি পথ খুলে দাও
এতোদিন মানুষের কাছে বেহায়ার মতো কবিতা চেয়েছি
মানুষ বলেছে তুমি অর্ধমৃত, তোমার চোখ নাই।
বলছি জল, শোনো আমার চোখ নাই কিন্তু প্রাণ আছে
প্রাণে প্রাণে রেললাইন অতিক্রম করে
একটি সরল মাঠে উঠে গেছি
দেখেছি উইঢিবি দেখেছি ফুলের মৃত্যু।

জলে ঢেউ উঠছে আর আমি কবিতা কবিতা করছি
আমি একে একে জন্মস্থান, মৃত্যুস্থান ভুলে, আমার নাম তুলে
জলের কাতারে দাঁড়িয়েছি।
বলছি চলন্ত সরীসৃপ, বলছি ও ঘুমন্ত শ্যাওলা
তুমি আমাদের ভবিষ্যত।

সন্তান

শ্রাবণের নামে এই গৃহমুখি জল, আমাদের অধিষ্ঠান।
চেনা সড়কের পর থৈ থৈ গঙ্গা সাবিত্রির জল
উড়ে এলো শাদা পালকের মতো।
তাই ভক্তের প্রার্থনা শেষে ছলাৎ ছলাৎ
জলরব শোনা যায় গাছের ভেতরে।
যেনো পাতালের ঢেউ, আনন্দ ভৈরবী বেজে চলেছে কোথাও।

গুরু দক্ষিণা নেই, শুধু সমর্পণ ধ্বনি
জল মঙ্গলাচরণ বাণী শুনি নিমপাতার সবুজে
সর্প বিচরণ ধ্বনি
বহুদিন পর প্রাণী আলোচনায় সভায়, সকলে উপস্থিত
বলে লোক প্ররোচনা বলে সাঁতার কাহিনী।
জল, অতি বন্ধুপ্রবণ, ঠিকানা খুঁজে এসেছে আমার ঘরে
আমার স্ত্রী সন্তানাদি নেই
বলি এসো জল, ভাঙা চেয়ারে আসন পাতো।

ছেলেমেয়েসহ বাংলাজল আমাদের ঘরের অতিথি
প্রতি শ্রাবণে আসন করে দূরে
আজ ভরসা করে এসেছে এখানে
আমি তাকে মাটি খেতে দিই
আমি তাকে আগুন খেতে দিই

বলি বহুদিন ধরে আমি এসব খেয়েই বাঁচি।
তখন শ্রাবণ জল বলে আয় আমার ছায়ায় আয়
আমি নদী নন্দীনির পেটে ঢেলে দিই
তোর অবিনাশী প্রাণ।
জলের ভেতরে আমি যাই, আমার শরীর খোলা
আমার বত্রিশ বন্ধন থেকে মুক্ত জগতের ভার।
ভেসে ভেসে যায় দেহ। দেহ থেকে নিঃসৃত পৃথিবী-জন্ম।

বাঁচামরা

মৃত্তিকার তৈরি। কাঠ আর ইষ্টকের প্রতিচ্ছবি নও।
তবু ভূমিকা তোমার, বরাবর এমন, যেমন প্রাণটান নেই
খবর নাওনা আমাদের কী অবস্থা, আমার কীভাবে
নদী পার হয়ে, মোমবাতি জ্বেলে অপেক্ষায় আছি
বেঁচেবর্তে আছি।

তুমি আমার জননী, তুমি ভাই, বোন।
এসব অবশ্য গায়ে লেখা নেই। অথচ শরীর কেটে দিলে
রক্তের ভেতর সমপ্রকৃতির জিন, কথা বলে।
তবু খবর নাওনা আমাদের অবস্থা কী আমরা কীভাবে
চুলোতে আগুন ধরিয়েছি।

আমার মেয়েটা বড় হয়েছে
আমার ছেলেটা কথা বলতে শিখেছে
আমি ওদেরকে পলঅনুপল তোমাদের গল্প শোনাই
তুমি আমার জননী, তুমি ভাই, বোন।
পড়শীরা বলে আমাদের কণ্ঠস্বর এক
তবু খবর নাওনা আমাদের অবস্থা কী
আমরা কীভাবে জলে হেঁটে, বৃষ্টি মাথা করে
বেঁচেবর্তে আছি।

জীবনানন্দ দাশ স্মরণে

পাথরও রক্ত চায় যেনো মহাভারতের মুনি
যাহা চায় তাহাই জীবন্ত মাঠে
ঐ আসছে ভেসে শুদ্ধতম ঘিলুর সুঘ্রাণ
নাসারন্ধ্রে হাত রেখে দেখা যাবে
জল কীভাবে আলোর ভূমিকায় ঘুরে ঘুরে
ট্রামের ভাষায় কথা বলে।
অধিকন্তু ট্রাম– বনলতা সেন
দেখে মাথার টানেলে হরিতকি গাছের প্রতিভা
দুটো চড়ুই অনন্ত ভ্রমণের কথা বলে গেছে কতোদিন।

হাজার বছর ধরে বিকেলের গৃহমুখি রাস্তা
অপেক্ষায় এমন অপার্থিব পথিকের
যার আছে তৃণ ইতিহাস গভীর কলসে।
বরিশালের শিশির মাখা পথের ঘটনা শেষ
জেগে আছে কলকাতার শিকারি হীনম্মন্য রাস্তা
দেখে নির্বিবাদি এক মানুষের ক্রোমোজমে
ধানসিঁড়ি জলের ক'ফোটা
অযোনিসম্ভূত মহিলার প্রতিলিপি
আর বাঙলা কবিতার ভবিষ্যৎ।

তখন আমরা আমাদের বাণিজ্যপ্রবণ চলাফেরা
শুকনো পাতায় জল ঢেলে অনেক সময় ধরে
রেলপথ অতিক্রম করে আসি।
জানি মূঢ় ভারতবর্ষের কয়েকটি আর্য গাথা
একদিকে চিরজীবী অশোকের ভ্রাতৃ বধ আর একদিন
বাঙলা কবিতা লেখেন জীবনানন্দ দাশ।

অবশিষ্ট আলো

অশ্রু নিঃস্ব করে অবশিষ্ট আলো জেগে ওঠে
দূরবর্তী পথে। যেনো ইতিহাসের মাঠ, ঘাসে রক্তচিহ্ন
ঘোড়া ছুটে গেছে জঙ্গল পার হয়ে
নদীজলে মৃতের ব্যথা, জানে একদিন কোনোদিন
ভূমির মুক্তি।
চারদিকে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, ভাবে–– অশ্রু আমাদের
কবে আলোপথে নিয়ে যায়।
এতোদিন চোখে মুখে অন্ধকার– রাস্তায় ভ্রমণের চিহ্ন
ভ্রমণ এমন করে যে বিশ্রামের দিন নেই
আহার প্রার্থনা সবকিছু পরবর্তী কালের
স্বপ্ন অসম্ভব শুধু কর্ম আর অভিলাষ
বিনাশের ভাষা।

তাই একদিন চুপিসারে গরম জল গড়িয়ে পড়ে
যেনো স্বচ্ছ কাচ অথবা আয়না
ভেসে উঠছে অঘাত নিদ্রা আর গানের কাহিনী
মানুষ আসছে, ব্রিজ পার হয়ে চলে গেছে
এক বিহবল নারী
তার কোলে শিশু আর রুটির ইশারা ।

অশ্রু নিঃস্ব ক'রে এই আলো আমাদের নির্বাচন করে
পত্র পাঠায় সমুদ্র পার হ'য়ে। যেনো শব্দ খুব মানবিক,
যেনো ভাষা জননীর শাদা চুলে চাঁদ হ'য়ে ওঠে।

ভ্রমণ শেষে

ভ্রমণ সমাপনান্তে চোখে মুখে দিকনির্বাচনের চিহ্ন
পথে পথে গণজমায়েত, মানুষের সংঘ, অভিনয় শেষ
স্থিরকৃত থালায় এখন নতুন বাসস্থানের ছবি
আছে যারা ধর্মের ভেতর যারা বাহিরে অকাতরে
ভূমির মায়ায় সমাহিত- তারা স্থিরকৃত থালায় দেখে
দূরে চলে গেছে পথের চিহ্ন, গাছ আর পাখির জগৎ
গানে গানে যতটুকু আঁধার ছিলো হাঁটু জলের নদী
তাও অনন্ত খরতাপে নিরালম্ব, বিলীন।

প্রত্যহ হাভাতে সন্ধ্যা, সন্ধ্যায় মাটির কাগজ
হাড়ে হাড়ে জৈব, শহীদের পালা- দেখে ক'টি পাখি
পালক নিঃশেষ করে পড়ে আছে অনুজ্জ্বল মাঠে
মাঠে জল আর ঘাসের মেলা ছিলো একদিন
মনে পড়ে কেউ ঘুমের আয়েশে
মৃতের মতো প'ড়ে আছে রাতে।

চোখে মুখে দিকনির্বাচনের চিহ্ন। কিন্তু এমন চিহ্ন নেই
যে পুনরায় হাতে হাতে গাছের পাতাটি গজাবে অথবা
একটি পাখি রাখালের বাঁশির কথা শুনে শিস দিয়ে উঠবে
তাই উপস্থিত গণজমায়েত-ধর্মান্তরিত হওয়ার আবেগ
কেই আগুন নিয়ে দাঁড়াবে অথবা অনেক পুড়ে যাবে।

ভাঙন পথে

আত্মবিভাজন পথে আজো জেগে আছি
আজো ভাঙনপথে মনোযোগ পাহারা
দেখি ঘরবাড়ি ধ্বসে যায় দেখি গাছের পতন
দেখি মানুষের মুখ বদলে গিয়ে শুধুই চিহ্ন
যেনো সার্কাসের সময়, বদল হচ্ছে মুখ
ঘুরে ঘুরে আসছে চক্র চরকি
এই হাতে হাতের ভেলকি, উড়ে আসছে
এক অতিবাহিত গান, হাজার বছর শুধু
গান শুনিলাম
চোখে দেখিলাম না তারে।

বারবার কে ডাকে , কে করে বিভাজন আয়োজন।
বলে আয় আমাদের পথে আয়ঃ
এক অসীম যৌনতাবাহিত বাতাস
এক খোলা পেট আর নাভির প্রকাশ
বলে আয় এখানে ডুবে থাক।
আমি নিরুত্তর। জানি মূলকথা। জানি অবলম্বন।
ভাষার ভেতর জমে আছে কৌম সংসারের ব্যথা
সেখানে আশ্রয় করে বাংলারমণী
চুলে জলের আঘ্রাণ, হাতে ফুটে আছে দুটো পদ্ম।
একটি পাঠশালা- ভাঙনপথে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে
তার ভেতরে নিজ ভাষা সমস্বরে উচ্চারিত
একদিন অবনত নদীপথে কবিজন্ম
নাম রাখি জীবনানন্দ দাশ।

স্থিতি

আমাদের ঘরে ঘরে তুমি এখনো রয়েছো
বাল্যশিক্ষা শেষ, দূরে মৎস্য ব্যবসা
সাজানো দোকানে মাছির উড়াল
ঘাটে মাঝি–– কখনো হারানো নৌকা, জলের ম্যাজিক
সব নিপাতন সহ্য করে একটি মেঘের দেশ
বৃষ্টি হবে, নির্বাচিত দেশের ভূভাগে হাঁটু-পরিমাণ কাদা
কাদায় বসতের ভার
হাজার বছর বাস করেও আশা মেটে না।

একদিন গায়ে উড়ালের চিহ্ন
তথা সব ভোগ আশা করে
বায়ু ভেদ করে উঠে এসেছি,
তথা মনোচিন্তায় অধিকার
আর গ্রহণের ভার। একদিন রক্ত নাশের আকার
দুকূল পেরিয়ে শুধু আহার্য সন্ধান
বলি ভালো করে দাও বলি হাতে হাতে
পয়সা গড়ানোর শব্দ।
দেখি দিগন্ত জুড়ে জেগে উঠেছে শাদা ঘোড়া
দেখি ঘোড়া চড়ে আসে মৃত সেনাপতি।

আমাদের ঘরে ঘরে তুমি রয়েছো
পথে পথে পাখির পালক, পানিফল
আলো-আলোর গভীরে মৃত স্বামীর স্মরণ
কেউ ভাষা বিনিময় করে জন্মকালে
মনে পড়ে নদী ভেদ করে উঠে এসেছে পাতাল
পাতালের মুখে ধানের শীর্ষ। একটি জনতা
জানে আমাদের ঘরে ভাতের উড়াল
যেনো অবিরত গান, গানের ভেতর
সতত লণ্ঠন, সাতভাই চম্পা।

নরসভ্যতার গাথা

ঢোলকবাদন শোনে টিলা মর্মরতার জল।
স্রোতশীর্ষে নরসভ্যতার যৌগচিহ্ন এঁকে বেঁকে যায়।
ক্ষেতে খামারে তাহাদের মুখ থেকে ধোঁয়ার পদাবলী
মেঘ করে আসে।
রেলরাস্তার ওপারে শস্যের গোঙানি
আমরা শুনি কার প্রার্থনা!

ডালে ডালে বাসা বাঁধে সহোদরা নারী।
কাপড়ের ঝোপ থেকে কোন শিশু মাঠের সন্তান
তারা উপগত চাঁদে। চাঁদ ভেঙে দেখা যাবে নিহত স্বামীগণ
পাহাড়ের কিনারে ভূত হয়ে আছে।

লাশ নেবে প্রান্তিক জননী
কবর খোঁড়ার বেদনাটুকুও তাঁর।

পুনর্গমন

শিশু কোলে হাঁটছি। পথে প্রান্তরে রক্ত, ঘাম, ধর্মকথা।
আমি নির্বাচিত পিতা। যাবো ঐ পাড়ে। ঐ পাড়ে বাস করে আমার পরিবার।
ঘরে আগুন নেই; শত বর্ষ অন্নহীনতা– তাই আগুন নিখোঁজ।
তীর্থ আলো জ্বলে সমাধি ফুল পোড়ে। আমার পরিবার জানে মৃত্যু গাথা।

আমাকে বলেছে 'যাও, হাঁটো, পুনর্গমন করো। তুমি নির্বাচিত পিতা'।
শিশু কোলে হাঁটছি। ত্রিভুজ ধনুক হাতে, মাটির ভিতর থেকে ক্রমশ উৎস প্রান্তে
উৎস থেকে যাত্রা। যাত্রা হলো জল, পায়ে পায়ে চক্রবিন্দু আষাঢ় শ্রাবণ।
বাহুলগ্ন শিশু। সে বোঝে মাতৃদুধ– যা থাকে ঐ পাড়ে
আমি নেবো কীভাবে, কীভাবে আয়োজন করি এই স্নিগ্ধমধুধারা
আমাকে বলেছে 'যাও হাঁটো পুনর্গমন করো। তুমি নির্বাচিত পিতা।'

আমি হাঁটছি। চোখ নুয়ে পড়েছে হাওয়ায়। হাত অবশ দীর্ঘ পরিক্রমায়।
পথে প্রান্তরের চাঁদ বলে 'বসো সমাহিত হও।' আমি বলি, না
আমি নির্বাচিত পিতা যাবো ঐ পাড়ে। ঐ পাড়ে নিভে গেছে ঘরের আগুন।
আমি পথের সংসার বুঝি, বুঝি পাথরের ব্যথা। এইপথ নিয়ে গেছে
অমোঘ অর্ফিয়ুস। তাই লক্ষ্য স্থির, ধনুকের ছিলায় ফোটে অগ্রের আলো।
শিশুকে শোনাই ঐ পাড়ের কথা। বলি শোনো, শোনা দীক্ষিপ্ত হও।
শিশু নিদ্রাগ্রস্ত– উপুড় হয়ে শোনে সে শামুকের গান।

ঐ পাড়ে গিয়েছি যখন ছিলাম বন কাঠুরিয়া
আজ দেখি দুই ভাগ হয়েছে নদী, মানুষেরা করেছে লড়াই
শিশু কি বোঝে এইসব কাহিনী?
দিন যায় রাত যায়। আমি আর একজন শেষ প্রান্ত হাঁটছি
সে অভিষেক প্রাপ্ত– সে বোঝে পুনর্গমনের মাঠ
পথে প্রান্তরে রক্ত, ঘাম, ধর্মকথা। আগুন নিখোঁজ, তাই অন্নহীনতা।
ঐ পাড়ে যাবো পিতাপুত্র। শোনো মাছ তুমি শোনো।

সত্যকাম
নতুন কবিকে

আগুনের ব্যথা, বাহন যদি হও- পথে পথে ভ্রমণ শেষে সংঘ সীমানায়
সেই ঘোরলাগা ভস্ম, হাড়পোড়া শক্তি যদি হও– তাহলে নাও
তাহলে এগিয়ে এসো স্বপ্নপুরোহিত– তোমার কার্য সমাধা করো
তোমার আকাঙ্ক্ষার দেশে আগুনের মহিষ দৌড়ে দৌড়ে আসুক
আমরা তখন– ছাইয়ের ওপারে ধ্যানমগ্ন গাছ, বলবো– তুমিতো সত্য।

মেরু প্রদেশের সত্ত্ব– বরফ, বরফের চাঁই যদি হও
জলখণ্ডের ভেতর সমাহিত বুদ্ধ
যদি দেখো জল ক্রমান্বয়ে মানুষের ভবিষ্যত
তাহলে নাও।
তাহলে এগিয়ে এসে শব্দ বিশারদ– তোমার যুদ্ধকর্ম করো
তোমার ব্রহ্মবিকাশে– হিমঅঞ্চলের সিংহ দৌড়ে আসুক
আমরা তখন– প্রাচীন মাটির ওপারে– উড়ালপ্রবণ মাছ, বলবো তুমিতো সত্য।

জন্মধারণ আর মৃত্যুবরণের বোধি যদি থাকে
যদি তুমি জাতিস্মর– প্রতিজন্মে নিরন্তর শহীদ– তাহলে নাও
তাহলে এগিয়ে এসে ভাবপুরোহিত তোমার প্রার্থনা কাজ করো।
তোমার শীতগ্রীষ্মে জন্মান্তরের ব্যাখ্যাটুকু থাকুক
আমরা তখন– হাওয়ার প্রণয়ে আকাশে আকাশে নৃত্যপর মেঘ
বর্ষায় বৃষ্টি পতনে বলবো– তুমি তো সত্য।

আমাদের বিচরণ, কথার প্রতিভা– শেষ পর্যন্ত তোমাকে কিছুই করে না
মনে করো প্রতিটি জন আর জনসভায় ঘন হয়ে আছে কুরুমাঠ
প্রতিটি ভ্রমণে মনসা বোধের সাপ
তাই বধ করো অথবা নিহত হও।

চতুরাশ্রম

আগুন

ওরা চলে গিয়েছিল। উড়ে উড়ে আবার ফুলকির মত, ঘাড়ে
প্রাত্যহিক নিমপূর্ণা– আমাদের বেদনা।
আবার শক্তি বদল করে শীতের মহিমায় নদীর মত
চলে এলো। তখন উঠোনে শব্দ করে নীলাঞ্জন পাখি,
আমি কি তাকে পুনরায় চাই। যদি চাই তাহলে সে আসে না কেন।
তাই সকলে দিগম্বর, অভিভূত তারস্বরে ডেকে ডেকে ক্লান্ত
ডাকি ভাইকে বলি পুড়েছো ভাই তুমি ঘৃতভস্ম, ছাই
দেখি চারদিকে পড়ন্ত আলোর ফসল– জীবাশ্ম ফসিল
বলি ভাই তুমি কি আবার নির্মিত হবে?

দেহ জেগে উঠেছে। বহুদিন পর। অনিঃশেষ ভ্রমণ সমাপনান্তে
দিকে দিকে মরুচিহ্ন। বলছে দাও আমাকে প্রাণ দাও।
আমরা নিরীশ্বর, অবীজায়িত খরার কবলে
মাটিতে আয়োজন করি গান্ধর্ব বিবাহের।
বলি– পুত্র তোমার কোন যোনিতে বিশ্বাস?
শোনে পুত্র। অবিরাম হাসে।
যোনি সেও তো হা-মুখো আগুন।

বাতাস

কবিতার জন্য চির জাগরণ, নিদ্রা। আমার অপেক্ষা-ভগ্নিপ্রতিম
সন্ধ্যায় নৃত্যপর মাছ। পথিক বাতাস জানে প্রতিভার খোঁজ।
অলক্ষ্যে তাড়িত ব্যথা একদিন তন্দ্রা আর আলোকে জাগায়
আলো ঢেউ খেলে খেলে আমার মাথার গান, প্রথমে।

ওর নাম রেখেছি জগৎ। জগতের ভার মাথায় উঠিয়ে নৃত্যপর ছায়া।
বলি লাল পরি নীল পরি বলি বাতাস আমার দেহ।
একদিন গুপ্ত প্রতিভাকে কবিতা করে চেয়েছি বাতাসে
বলেছি উড়ালের দীক্ষা যদি থাকে তাহলে বিহঙ্গ হও।

কবিতার জন্য আমার অপেক্ষা। বাতাসের টানে– আলো
ভেঙে ভেঙে জন্মচিহ্ন মৃত্যুচিহ্ন
মনে পড়ে মৃত মানুষের কপাল নিয়ে খেলা করে
আমাদের রূপসী বাংলা।
আমরা পয়সা পয়সা করে ভিক্ষুকের মতো বাতাসকে ডাকছি
বাতাস তখন প্রকৃত হাওয়া– জগৎ, জগতের সত্য।

জল

ভাসিয়ে রেখেছো, না হয় মাটির আগুনে পুড়ে অবসন্ন, মৃত।
পথে পথে অজপাড়াগাঁয়ের বেদনা শোনা যেতো, না হয়
এ মধুর পানপবিত্রতা ভুলে আমাদের মাঠগুলো শোকে, পাথর।
সৃষ্টি হয় না। তুমি আধার এমন জগতের– যেখানে মানুষ, প্রাণী
প্রথম উদ্গত।

বেলা কেটে যায়, ভেলা বহে যায়। আমাদের বাণিজ্যপ্রবণ
আত্মীয়ের মুখ দেখে মনে হয়– পৃথিবী আগুন।
তাকে দিয়েছি জলপথ। বলি দুর্গে গিয়ে আত্মরক্ষা করো।
আর এমনতো হয়– যাকে শৈশবে চেয়েছি ভুলে, সেই ফুল
আদি-পদ্ম, প্রকৃত নারী এখন কার সংসারে নিরূপদ্রব বধু।
আর আমাকে তুলে দ্যায় পৃথিবীর সামনে। যেখানে বহুরূপী মানুষ
আমাকে হ্রস্ব করে, ধরে রাখে সুতোর ওপারে।

শুধু শরীর সর্বস্ব নয়। তিনভাগ জল। ঈশ্বরীর মতো আমাদের
বাঁচিয়ে রেখেছে সকল অপবাদ থেকে।
মৃত্তিকার মানব শেষে– পথের ওপারে, ঘাসে জলের স্পর্শ
আমাকে ডুবিয়ে আবার আমাকেই তুলে।
যেহেতু প্রতিজন্মে আমার স্ত্রীকে ধরে রেখেছো পদ্ম নামে,
তাই আমার নাম জলস্বামী

মাটি

জিজ্ঞেস করি আর উত্তর আসে না। পূত পবিত্র মৌনতা, ধুলোয়।
পুতুল আমরা সংসার করি। আমাদের জন্ম ও মৃত্যু বৃত্তান্ত জেনে
হে পাষাণ পুনর্বার ঘাসে ঘাসে মাতা। জানি নিরুত্তর, সখা।
কেননা জন্মমৃত্যু সব কিছু পুনরাবৃত্তি। ব্যথা।
খায় সে যতোটুকু ধরে প্রাণ, প্রাণের অধিক গূঢ়চারী
জীবদেহ, লতাগুল্ম;
ওরা তীব্র ব্যথায় প্রকৃত পাগলিনী।

একদিন আমি উঠে যাবো। মৃতের নগর থেকে অক্লান্ত ল্যাজারাস।
সহস্র প্রাণ এক হয়ে আবার সহস্র মনুধ্বনি পৃথিবীতে।
ঘুম ছেড়ে তন্দ্রা ছেড়ে দিবানিশি পথে ঘাটে মাছের মতো চলা।
আমার অস্থি ধরে ক্রমশ সে উঠেছে তিরিশের কোটায়
আর বেড়ে ওঠা নাম দিয়েছে মানুষের দেহ
তাকে স্ত্রী করে নিয়ে যাবো আমাদের বাড়ি।

অনাথ

অস্বীকার করে আছে মৃত্যুঞ্জয়ী মাতা। রাজার আদলে পিতা- মৃত
নিরন্তর কবরখানার সনাতন গৃহে করে পৃথিবীর গান।
ভবসমুদ্র সতত ধ্রুব। শুনি ভারতবর্ষের বাঁচামরার রোজনামচা
আমি আছি গোত্রহীন উৎস ছাড়া
সকাল বিকাল শুধু অজ্ঞাতকুলের গাথা।
কে আমার পিতা হবে মাতা হবে বল তুমি
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন- ত্রিকালদর্শী কবি।

বেদবাক্য, শাস্ত্রভোগ বুঝি না কিছুই
আছে সাথে একমাত্র থালার ভূমিকা
দেখি- পথে পথে গড়ে ওঠে অগণন ভাষা
আমি ভাষাপ্রতিবন্ধী বাংলাদেশে
বিদ্যালয়ে চিরদিন দেখি বহুব্রীহি, ধানের প্রতিমা।
আর যতটুকু শব্দ ব্যবহার- তার পেছনে থাকে ভিক্ষার রূপকথা।

তাই পুনঃজন্মলোভে জলে স্থলে যাত্রা
একটি মাতার রূপ বালিকা মঙ্গলে,
প্রকৃতির নির্বাচন- খালবিলনদীনালা। বলে-
তুমি দাস- খোঁজো পথের ঠিকানা। খুঁজি বালিকামাতাকে
সর্ব অঙ্গ মায়াধারী, আলো আলোর রসনা
দশপাত্রে দেহ ঘুরে অনাথের মাতা- দেখে অন্ধকারে
সমাহিত একলব্য, পুত্র।

দস্যু

বাঁশবাগানের মাথায় আমার ঘর
আমার শতেক ভাই, ভাইয়ের ভেতর বন্ধুগণ
সদা প্রশ্ন সদা লাস্য- সাত সমুদ্র পার
ওরা রাস্তা করে, গীত বাঁধে
আমার জননী হলো পর।

আমার জননী হলো পর, মাঠগুলো ফাঁকা
নদী নদী মৎস্যশূন্য, নৌকাগুলো ছাড়া
আমি অষ্টপ্রহর ধানশূন্য
পথপ্রান্তে কানা।

আমার শতেক ভাই, ভাইয়ের ভেতর বন্ধুগণ
সদা শব্দ সদা বাক্য– জগত হলো দাস
ওরা ভাষা করে, রূপ ধরে রাজা মহারাজ
বলে ‘তুমি কানা, তুমি ন্যুব্জ মাটির ওজনে
আমরা তোমাকে পথ দেখালাম
যমুনার পারে।

আমি ভীত আমি ত্রস্ত– আমার ভাষা ব্যবহার নাই
আমার একটি পাখি গায় সূর্যদেবতার গান,
ডঙ্কা পড়ে বিজয়ঘণ্টা রাজাধিরাজের ঘরে
আমি মৃত ভাষার ব্যবহারে।
বাঁশবাগানের মাথায় আমার ঘর
ঘর আমার দেহহীন– ভাই বন্ধুর স্বর–
জল থেকে সৃষ্টি হলো বহুবাচনিক যুগ।
যুগে যুগে ভৃত্যনৃত্য
পুত্র হলো ভোগ।

আমার পথপ্রার্থনা নাই, আমার দেহ মাংসশূন্য
শূন্য থেকে জেগে ওঠে কাপালিকের সূত্র
হেই ভয় করে আনো
হেই জয় করে আনো
যারা শান্ত হয়ে আছে নদীর ওপারে
তাদের ভর্ৎসনা করো।
আমি জ্বলে আছি মাটির ভেতরে
আমাকে গোপন করে আমার ভাইয়ের অশ্ব।

রক্তপিপাসু

একদিন জন্ম নিয়ে আর একবার যাই
আমপাতা নিমপাতা বনে বনে গান
তৃণাবর্ত পল্লীমাতা গুল্মলতা নদী
দূরে বিদ্যুৎ দূরে আলোকগন্ধার মুখ।
একদিন ইট বালি পিচের সাহারা
আমাকে আহ্বান করে নগরীর ঢেউ
গতি উন্নতি প্রগতিরেখা
পথ ও পাথর মেলে ভ্রমণের গাথা
যথা পথ তথা মুক্তি
তথা পুনর্বার ব্যথা।
ব্যথা পেয়ে আমি উঠেছি আকাশে
ব্যর্থ হয়ে আমি নেমেছি সকাশে
আলো বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ ঘোড়া
পোড়া মাংস পোড়া দেহ কলিজা পোড়া।
ঘোড়া চলে টগবগিয়ে
দুলকি চালে ঘোড়া চলে টগবগিয়ে
বিদায় আকবর বাদশাহ বিদায় নবাব
আমাদের শহরে তোমাদের শান্তি নাশ।

শান্তি চাই শান্তি চাই শান্তি কোথায় পাই
দালান কোঠা ব্রিজের ভেতর
পিচের রাস্তায় ঘটে দ্বিতীয় আগমন
অর্ধেক জন্তু আর অর্ধেক মানুষ
দু'হাজার বছর প্রান্তে দ্বিতীয় ভূলোক
আমাদের শূন্য করে ফুটায় ভ্রমণ।
ক্রমশ অবশ ক্রমশ ধীর
আমার শরীর থেকে রক্তরস লীন
জাতক আহত, পিচে পিচে রক্ত
আমাকে আহার করে শহর জীবন্ত
বিদায় পল্লীমাতা বিদায় জননী
আমাদের গ্রহণে সম্মত আছে কি মাটি।

গীতপরম্পরা

কুমার

মাটি জাগরণ আর শিলা রূপান্তর
অভিভূত হাত স্পর্শে মৃত বলে ওঠে
কৃষ্ণ বর্ষা কৃষ্ণ জল
জল নামতে নামতে নদী পরিক্রমা।
একদিন এক নদী নারী পড়শীর দেহে
একদিন এক জল মাটি ভাঙনের গান
তখন পৃথিবী উড়ন্ত পঞ্চভূতে
আর শূন্য কলসে বিধুর অনুভূতি বাঁশি হয়ে জাগে।
কুমার গড়ে দিক ঠিকানা
কিন্তু তার বিবাহ হয় না
ঘড়া ভরে উড়ে আসে কৈবর্ত্যের কন্যা
কন্যা সাধিলো মঞ্চনাচ জ্যোৎস্নাধোয়া রাতে
কুমার নয় যজ্ঞপাঠ অন্য কারো সাথে।

তাই ঘড়ার দেহে রেখা পরিবর্তন দিনরাত্রি
আমরা পৌঁছে যাই জগতমাঠে রাখালের বেশে
যদিয়ো কানাই বাঁশি বহুদূরে বুঁজে।
আমি যাকে চাই সেই অনুপস্থিত মেঘনার তীর
অথচ হাজার মাথা মাটি ঠেলে আসে।

পয়গম্বর বলেছিলো নির্বাণে মুক্তি
আমার আগুন ও কন্যায় হইলো বন্ধন।

ধীবর

একি গান হয় জলের প্রকাশে
একি শান্তি হয় জলের বিকাশে
নাচতে নাচতে এলো জল
আজ তার সেবা অতি মনোরম
(সেবা আমি পেলাম দুই পা ডুবিয়ে
সেবা আমি পেলাম চন্দ্রসূর্য ডুবিয়ে)
জেগে থেকে নদী কিনারে ভেবেছি কতো কথা
মাছ নয় মাছের রাজ্য হবে জালে জালে
তখন বধূয়া ডিম্বদানী
তখন পাটিতে পুত্রকন্যা
কিন্তু যখন নেমেছি জলে- সাপে কাটে পায়ে
বলে, ‘মাছ ধরতে তুমি এসেছো
মাছের সংসার তুমি কি বোঝ।’
বিষহরির তীব্র বিষ সারা গায়ে ওঠে
বলি আমি লখাইয়ের ভাই লখাই নহি ওরে
তখন ভরতনট্যম জলের পেটে
তখন জলে জলে মৎস্যডাক
মাছ নাই মাছ নাই মাছের বদলে হাত

এক হাতে ধরে আছি ছিপ
অন্য হাত গেছে মাছের মুখে।

কামার

একদিন স্বপ্নে পাই এই ছবি
সেই কথা তোমাদেরকে বলি
এক মানবপুত্র হয় আগুনের দাস
রাত্রিদিন বারোমাস।
হাড়ে হাড়ে জৈবগালা
চোখজুড়ে সূর্যনাচ
আগুনের দাস বোঝে পোড়ানোতে মুক্তি।
আগুন অন্তর অন্তরে অন্তরে রাহু খেলা
যার আসল উদ্দেশ্য চকচকে ছুরি
ছুরি জলেও যায় গলায়ও যায়
চলতে চলতে শিখে নেয় ভগবানে ভক্তি।
আমরা যখন কামারের কাছে যাই
সে দেবে না এই লেলিহান পুঁজি
ভরা মেঘনায় আদিম হয়েছে কামারের মন
মনে মনে আগুন বউ শীতরাত্রির উম
কামার জানে প্রকৃত মুক্তি ঘৃতপক্ব ভস্ম।

কৃষক

একদিন ডুবলাম ভাবে
ভাব একদিন আমাকে প্রকাশ করে গুল্মময় মাঠে
মাঠে মাঠে আমি যাই
মাঠগুলো জ্বলে ওঠে পাখির ডানায়।
সেই পাখি যার শস্যভক্তি মাতৃকুলে থাকে
তাকে গোপন ভাষায় আমি যখন ডেকেছি
তখন শুনি জল এসে নিয়ে গ্যাছে
আমার স্ত্রী এবং ছেলে।
পুনরায় ডুবলাম ভাবে
ভাব তখন আয়না হয়ে ফলেছে মাঠে
আমি দেখি আমার স্ত্রী এবং ছেলে
তারা হাজারো ধান মাঠে মাঠে ফুটে
তারা ভাঙা মাটির অগোচরে শান্তিময় জল।

ছুতার

কি আবেশে মগ্ন প্রাণ
শিকড় বাকড়ে খুঁজি পরিত্রাণ
বুঝি এক জনমে আমিও ছিলাম বৃক্ষ
যাহা প্রাণের অধিক প্রিয় ফোটে বনে বনে।
বনে বনে আমি থাকি
মাথায় ঝুলে হাজারো প্রজাতি।
একবার ব্যবসা বাণিজ্যে কাঠের সুগতি
তখন প্রাণের ভিতরে হত্যার অনুভূতি।

ভাবি একবার পুঁতে দেবো গাছের সাথে
কিন্তু গাছভরা হলুদিয়া পাখি
ঠোঁট উঁচিয়ে ডাকে গ্রাম্য পড়শী।

রাত্রি শেষে মৃত্যুময় কোনো ভোর
হাতুড়ির নিচে চূর্ণ হয় বার বার
তখন আমরা অব্যাহতিপ্রাপ্ত দণ্ড থেকে
তখন কাঠ থেকে বিশাখা নদী মহানিম গাছ
জানি নির্মাণসামগ্রী ক্রয় শেষে
একদিন মানুষেরা সবটুকু গাছ।

তাঁতি

বলে তন্তুবায়
ফলে রাজসিক পুরসভায় খ্যাতি অখ্যাতি।
অঙ্গ ভরিয়া যায় সঙ্গ গড়িয়া ওঠে না
শুধু দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত কার্পাস তুলোর বনে।
নিখুঁত আকশি থেকেও সহজলভ্য
এই বেদনা।

আঙুল থেকে বেজে ওঠে শত তাঁতবাঁশি
হয়েছি রাখাল হয়েছি সন্ন্যাসী
জগত ভরিয়া দেখি রূপের বেসাতি।

একদিন পোশাক শিল্পের ঘ্রাণ নগরের হাটে
চারিদিকে মুগ্ধজন ফেরে ঘাটে ঘাটে
অঙ্গ কাটিয়া যায় বুক ফাটিয়া যায়
নিরবধি চক্রবাঁকে ফোটে রক্তকলি।
বলে তন্তুবায়
ফলে আঙুল কেটে পোশাক শিল্পে
হয় শিক্ষাগীতি।

সহযাত্রী

প্রপিতামহের চোখ গড়িয়ে গড়িয়ে সাদা বরফের মতো
মরু বালিকণায়। জন্মান্ধ আমি, সেই পতিত আলোর আশায়
বনযাত্রা শেষে নিষ্পলক চোখের কোটর খোলা করে রেখেছি
উষর বাতাস কোনো কথা বলছে না।

খণ্ড খণ্ড ব্যথা। আমার হারানো শত ভাইবোন ভিক্ষাপাত্রে
দুয়ারে দুয়ারে থালা মেলে ধরছে। কোথাও অন্ন নেই জল নেই
পেটের ভিতরে দোযখের আগুন সারাক্ষণ জ্বলছে।
এদিকে আসন ছেড়ে দূরবাসী রাজা পরম কৌশলে রথ চেপে
ভগ্নিব্যথা দূরীকরণে আসছে। কুমারী মাতা জঙ্গলবিবাহ শেষে
জানে তার সন্তান শহীদ হবে অশ্বমেধযজ্ঞে।

আমি অনেক নিহত হয়ে এই শবাসন ছেড়ে
পূণ্যলাভে তীর্থযাত্রা করে দেখেছি অমর যুদ্ধগাথা
পথে পথে হাড়, মাটি থেকে ফুলে উঠেছে গলন্ত লাশ,
পরিত্রাণ বলতে যা আছে তা শুধু চোখের কোটরে জল
তাই মরণোত্তর এই রক্তদান
ভিক্ষাপাত্র থেকে সমাধিভেলায়।

চিড়িয়াখানার পাশে

নির্বাচন শেষে আমাদের গলায় ভাতের চিহ্ন।
কৃষিজীবী একদিন। অন্যদিন রেল লাইনের ওপারে কোথাও
ব্রিজ গঠনের শব্দ। কোথাও ঝরনা মাথা ঠেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে।
জানি আমাদের সর্ববিকাশমান ক্ষেত ও রাস্তা শেষে
প্রতি ঋতুবয়সে কোনো পুরাতন মানুষের কাছে
গরু ঘোড়া আর লাঙ্গলের কীর্তি।
তখন মানুষের পুরোহিত, স্বভাববশত শাস্ত্র বিতরণে যায়
পথে পথে জাতকের প্রার্থীত পতন দেখে
চাঁদের তারিখে কন্যা বিসর্জন দিতে হয়
ভাবে ঈশ্বর সতত দয়াময়।

সমসাময়িক নয়। ওরা আমাদের আরো আগে বনে বনে
শৈশবের ছায়া ফেলে গ্যাছে কবে।
যদি ওদের জননী
আজ তেপান্তরে বননিবাসে নিখোঁজ
তবু লোহা ভেদ করে এই সদাক্লান্ত
প্রাণীকুল শোনে পথিকের প্রস্তুতিপর্বের গান
দেখে পাতার সবুজে সমাহিত অনেক নিহত সঙ্গী।

আমাদের পয়সা গ্রহণের কাল ঘরে। দেয়াল টপকে
এই বন্দিসভ্যতার রোদ দেখে মনে পড়ে
অপার্থিব প্রকৃতির এইসব বরেণ্য প্রজাতি
অবৈধ ইচ্ছার ঋণে পড়ে আছে শীলা উপকূলে।
একদিন বাঘ, ভালুক নরম পালকের স্বাদে পুরুষ ময়ূর
মাংস খেয়ে, নৃত্য করে দেখে নিঃশেষ হয়েছে পালনের কাল,
গরাদের বাইরে অন্য জাতি, প্রার্থনা সমাপ্ত করে দাঁড়িয়ে আছে
তাদের শরীরে অবিকল গিলোটিন ভাষা
জানে সকল হত্যাপ্রবণতা শেষেও ঈশ্বর সদা দয়াময়।
দেয়ালের পাশ কেটে জঙ্গলের চিহ্ন
বাঘের প্রার্থনা থেকে বের হয় বনপথ।

মহামায়া

১.
সকল বেচাকেনা শেষে সরল থলের ভেতর অব্যবহার্য পয়সা।
নগরের মানুষের মতো বাণিজ্যপ্রবণ এই জীবন সকালসন্ধ্যা দেখেছে
ব্যথাহীন কয়েকটি দেহ।
দেহ বিনাশ করবে এমন আগুন নেই,
আমি হাট থেকে হাটুরের পেছনে নদীতীরে দাঁড়ালাম–
জলই ভরসা;
কিন্তু এমন ঘটনা যে নদীতে জল নেই
শুধু পাতাল প্রতিমায় এক বয়ঃজ্যেষ্ঠ হাঙর হা করে রেখেছে মুখ,
তখন মুখের ভেতর আমিসহ আমার সরল থলের
পয়সা ভেসে গেলো
আমি তখন প্রকৃত ফকির। মানুষের দরোজায় থালা হাতে
দাঁড়িয়েছি– ভাই, ভাত দাও।

২.
প্রতিটি সমাজের অপরূপ বহুব্রীহি কামনা।
ওরা জনমানুষের কীর্তি। গলে গলে শিখেছে মঙ্গল আলো।
আমাদের ভাগ্যে খরা, অজ্ঞাতকুলশীল পোকা।
এখন আশা করি উদ্ভিদের মতো মাটি ভেদ করে উঠবে ফসলের জননী
আমরা অনাদৃত বহুদিন। কারণ নগরের মানুষের মতো
মৃত্তিকা ভরা সাপ। সাপ ফণা তুলে বিষ ছেড়ে পড়শীর উঠোনে
মাতম শুরু করেছে।
হাত উঁচু করে তাই বহুব্রীহি কামনা।
আমরা ভেবেছি যুদ্ধ শেষে পুত্র পুনরুজ্জীবিত
তাকে শাদা ধানের মিহি সংগীত শোনাবে
অকৃত্রিম ভ্রাতৃবধূ। বলবে- বহুব্রীহি জনতার কথা
ওরা পথে পথে আগুনের ফুল দিয়ে ব্রিজ তৈরি করবে
যেন ফি বছর যোগাযোগের কষ্ট না থাকে।

কিন্তু একদিন সরকারি মানুষের কথা শোনে
জননীর বুক ফেটে যায়।
তখন জনতা বিমূঢ়। তাদের অবতার নিখোঁজ।
আমরা তখন রেললাইনে দেয়া শাদা আধুলির মতো
নিঃশেষ হতে হতে আকাশ হয়ে যাই
অমন নিরাকার ধারণা। প্রকৃতভাবে শান্তি দেয় না, কোনোদিন।

আমার এই ডোরাকাটা চিহ্নটির নাম বাঘ
আমার এই চিত্র আঁকা চিহ্নটির নাম হরিণ
মাঝখানে যে বন মায়ের মতো দুজনকে আগলে রেখেছে
তার নাম মহামায়া।
একদিন মহামায়া বললো ‘খাও’
অমনি আমার ডোরাকাটা চিহ্নটি
চিত্র আঁকা চিহ্নটিকে খেয়ে ফেললো।

৩.
সকল বাসনা এই সংসার।

উৎস থেকে যাত্রা করে অকাতরে ফুটছে
যেন প্রকৃতভাবে আত্মার ঘোষণা আছে
কিন্তু কাল নিরবধি মর্মমূলে নিরোধের সন্দেশ ছিটিয়ে দিয়েছে।
তাই একই উৎসপ্রবাহী হলেও তলে তলে ধ্বংসের ইচ্ছা
কৌরব অথবা পাণ্ডবের
এইক্ষেত্রে সকলই সমান।
সকলের ভেতর সংশয়ের সর্প ছিদ্র খুঁজে পেয়েছে
তাই অনেক উৎসব শেষে পথে প্রান্তরে রক্তের ধারণা
দেখি নিহত যেজন সে আমার অতীব আত্মীয়।
তবুও একটি দাঁত-- প্রাগৈতিহাসিক
প্রাগৈতিহাসিক এই আয়োজন। আমি নেই। তবু মানুষের ভেতর
আমার ছেলে আমার মেয়ে, প্রবাহিত নদী হয়ে আছে।
তখন অনবরত পলি। পলিপ্রবাহের কালে ঘরে ঘরে ধানের সাধনা।
সবাই ভাবে শিশু কি জীবন্ত!
প্রত্যেক জন্মে আমরা এর ওর গৃহের অকৃত্রিম অতিথি।

৪.
বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা। অবুঝ জাতক আমি-- সমর্পিত
সৌন্দর্য বেদনায়। ডালে ডালে বৃষ্টি, মাটি মাটি বৃষ্টি-
পড়শী তোমার ভেতর আন্দোলিত মাছ। ধারণা করো আমি।
শত শতাব্দীর মৎস-ইচ্ছা হয়ে ফুটেছি। লোকে বলে কামনা।
তাই বিদ্যালয়গামী ফুলের পেছনে অনাকাঙ্ক্ষিত ভিক্ষুক।
যাই হোক। তুমি জানো ভ্রমণের কাহিনী।
যতোবার মৃত বলে দাঁড় করেছে আগুনের সামনে
ততোবার তোমার রূপের জিয়নকাঠি তুলেছে আমাকে
তাই জন্ম জন্মান্তরে ভাব হয়ে জন্মেছি তোমার কাছে।
এখন প্রচুর অনাদৃত। তাই কামনার বাহন এই প্রার্থনা।
বলো যদি বৃষ্টি, তাই
সবাই খরাদূরীকরণে ডাকে
অথচ মৎসপ্রাণ আমি- তোমার ভেতরে।

সকল পুতুল ভস্ম। যতোবার প্রার্থনা করি। ফোটাই তরুলতা
উদ্ভিদ সামগ্রী। ততোবার ছাই।
ধীরে ধীরে পড়শীর হৃদয়ে আর এক কুহকের জন্ম
আমি নই। দূরে বাজে কোন কানাইয়ের বাঁশি।

আমার এই হাত পা আঙুলঅলা চিহ্নটির নাম ঝাউগাছ
আমার এই শূন্যবলয়ের চিহ্নটির নাম বাতাস।
মাঝখানে নিরাকার যে অংশটি প্রকৃত স্থির
তার নাম মহামায়া।
একদিন মহামায়া বাতাসকে বললো- ঘূর্ণি
অমনি আমার শূন্য বলয়ের চিহ্নটি
হাত পা আঙুলঅলা চিহ্নটিকে খেয়ে ফেললো।

৫.
সকলের মঙ্গলের জন্য একজন। দেহ থেকে রক্ত
রুধির ধারা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে;
বিনিময়ে পাহাড় পর্বত, অনেক রাস্তা অতিক্রম করে তুমি জনসংঘে, অবতার।
ভেবেছো মানুষের হাড়ে মিলনের আকাঙ্ক্ষা আছে

তাই মানুষ নিয়ত মসজিদ মন্দিরে
পবিত্র জামার ভেতর একটি পাখি সেজে বসে আছে অনন্তকাল।
আসলে সেই শুরু সেই শেষ, শুরুই সমাপ্তি–
বেচাকেনার সভ্যতায় শুধুই মানবমূর্তি
শিখেছে আরো কৌশলী হতে আরো গতিময়, অনন্য শৃগাল।
আছে ভাষা, ভাষার অনিবার্য সংঘ
সেথায় জনপুরোহিত– সরল মানুষের নেতা
দেখে বাক্যে আত্মাহুতি, দেখে শব্দ থেকে উঠে আসে
নিজস্ব প্রকৃতি।
তাই অবতার, তোমার অনর্থক কষ্ট
বৃথা আমাদের সকল আয়োজন।

প্রত্যাবর্তন

প্রত্যাবর্তনের জন্য মুখে আগুন ধরে আসে
কিন্তু মুখে আগুন ধরে না কারণ তা রবোটের তৈরি
রবোট গভীর ঘৃত শাক সবজি নিয়ে হা করে আছে
এক হাজার বছর এভাবে অপেক্ষার জল পড়লো।
তখন ভাবি প্রত্যাবর্তনের জন্য নদী শুভ
অথবা আকাশ নিরাকার স্বয়ংপ্রভ মাটিভূমি
আর একবার চন্দ্রপোড়া ঘাটে নেমে মনে হয়
প্রত্যাবর্তন ভালো– মাছমেয়ের কোল জুড়ে মীনশিশু।

প্রত্যাবর্তন বলতেই চোখের ভেতর একটি গাছ
গাছের নিচে চৈত্র সংক্রান্তির মেলা, পথিকের ছাই
সরল রেললাইন– এইসব চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে আসে।
তখন দেখি একটি ঘুঁটে কুড়োনির মেয়ে
চুলো থেকে গরম ভাত শানকিতে রাখছে
একটি অমর কুকুর তার সন্তানের সঙ্গী।

কিন্তু দ্রুতগতি সম্পন্ন একটি জনগোষ্ঠীর ভেতর
যখন তারা আহার করছে
ধর্মপালন আর ঘুমিয়ে পড়ছে
তখন আমাদের প্রত্যাবর্তন হয়।
আমি দেখছি হাতে মৃত হাঁস, দাঁতে লবণ মাখানো মাছ
আমাদের ইশারা দিয়ে বলছে
আসো আসো, প্রত্যাবর্তিত হও।

প্রতিমাখেলা

মানুষের ভিতরে রয়েছে দেবতা উপদেবতাগণ।
বিনিময়ে সভ্যতা শুরু হওয়ার পূর্বে এইসব পুতুলধারণা
বনে জংগলে ছিলো।
সেইখানে আমার পিতামাতা উপমাতা প্রার্থনারত কোটি বছর।
ওরা মৃত পাথরের গায়ে প্রথমে দেখলো
কীভাবে প্রধান দেবতা তুষ্ট হয়।
সেই আমি প্রথম নিহত
পাথরের নিচে মানুষের রক্ত।

(বৃষ্টি, দেবতারহিত পাগলের জল। সেই আমাকে বাঁচালো।
হাত ধরে উঠিয়ে নদীতে ফেলে দিলো। যেন পাড়ভাঙা মাটি।
বললো, অজাতশত্রু।
সেই তোমাকে শেখাবে কীভাবে নদীতে থাকতে হয়।)

হাজার বছর ধরে মানুষের ভেতর দেবতা উপদেবতাগণ
তাদের ঢাল নাই তলোয়ার নাই
তবুও তারা রাজসিক আচরণে ডাকে
হাতি চড়ে ঘোড়া চড়ে ভোজনালয়ে যায়।
আমাকে কাটে তোমাকে কাটে
আমরা দ্বিখণ্ডিত হতে হতে দেখি
প্রধান দেবতা তুষ্ট হয়ে আছে।

সমর্পণের কবিতা

অনিবার্য তৃণ

১.
মাটির ওপরে আলো
জ্বলে ওঠে দেখে সাত ভাই এক বোন
তৃণ নামে জড়িয়ে পড়েছে আদিকালে
সময় তখন বুদ্ধদেবের প্রতিমা
শুরু আছে শেষ নেই
সমপনান্তে শুরুর ব্যথা
                    বাজে পুনরায়।
সেই আদিঘুম শেষে সাতভাই এক বোন
তোমরা আমার বংশ হয়ে জ্বলে ওঠো
মাটির ওপরে
আমি তখন অবশিষ্ট নিদ্রা
প্রাণ
জন্মশেষে গড়িয়ে গড়িয়ে এতোদূর
তৃণের সভায়।

২.
প্রাত্যহিক তৃণ গানের ভেতরে
মাঠে মাঠে তখন অতীব খরা
শুকিয়ে যাওয়া শেষ হলে নির্বাচিত জল
ওড়ে ওড়ে আসে
মানুষের ক্রন্দনের ভাষা
প্রথম বন্যার দিনে শোনা যায়
তখন তৃণের ব্যথা বহুগুন
ভাত নাই রুটি নাই
শুধু জল আর জল
মহাকাশ ভেঙে আসে
যাত্রাপালার পুতুল আমাদের দেহ।
প্রাণ নাই জাগরণ গতি স্থির
বলি– সরকারি লোক
আমাদের ঘরবাড়িতে তৃণের বিচরণ
সেইখানে চলে গেলে আহার নিশ্চিত
প্রাত্যহিক তৃণ তখন মায়ের মতো
আগুন নিভিয়ে হাতে হাতে ভাত ধরে।

৩.
মাটির উপর তৃণ উঠে গেছে।
বহুস্তর ব্যবধানে তুমি সময়, দানব
ভূমিকায় এই মাতাসকলের দেহান্তর ঘটালে কেমন!
তাই আমরা কাঙাল, অনুভূতি ধীর
মধ্যরাতে দুগ্ধ আকাঙ্ক্ষায়
          মা মা বলে চলে গেছি দূরে।

দূরে অধিকতর সর্পলীলা
অজাতশত্রুর এই দীর্ঘ বঞ্চনা বোঝে না কেউ।
সবাই অপর পক্ষ,
নিজেদের ডিম্বানু শুক্রাণু মিলে বার বার
কুটিল সন্তানবতী।
ছিলো একদিন সহস্র জাতক
জাত অতিক্রম করে আজ
ঘাসের উপমা হয়ে ঝরে পড়ে
যেমন পাখি গুলি খাওয়ার
পর আবক্ষ মাটিতে।
এমন প্রার্থনা মুখ গহ্বরে
যেন একদিন বিহ্বল
সন্তানের মতো শুয়ে যেতে পারি।

৪.
কৃষকায় দেহ অতি খর্ব
তবু শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এগিয়ে গিয়েছি।
জল বংশদ্ভূত তৃণ,
নিয়েছে আমাকে ছেলেমেয়েসহ,
যত্ন করে বলেছি ও বোন, দাও দক্ষিণা প্রভাত হলে পরে।

দেহে দেহে অগ্নি
সর্প দংশনের দাগ লেগে আছে কতোকাল
মানুষের ভেতরে দেবতা ব্যথা দিয়েছে অনেক
তাই শিষ্যের বেদনা বোঝ
বোঝ বহুব্রীহি শস্যহীন রাতের সংকট
তুমি ডাকলে আমরা উপগত,
জন্মের মহিমা বুঝি জলময় মাঠে।

৫.
আমরা রয়েছি শুধু
বাণিজ্যপ্রবণ শহরের রাস্তায় তার দেখা নেই।
কতগুলো শব্দ বিক্রেতা লাইন ধরে
পয়সা পয়সা করে
নিয়ে গেছে আমাদের বর্তমান ভবিষ্যত।
ওরা বহু ব্যবহৃত,
ভাষার লাবণ্য নষ্ট করে নির্মাণ করেছে
মৃত্যু নগরীর মহামুখ।
যতটুকু আছে তৃণ
বারান্দার পাশে সেখানে আমার
আমাদের সন্তানের স্কুল খুলে
জলীয় শিক্ষিকা ডাকি।

পরিহারপ্রবণ মানুষ যেন আমাদের ছুঁতে না পারে
কোটি কোটি তৃণ একমাত্র ভরসা, না হয়
দূরে মরুমাটিতে নিহত
পথিকের মতো আমাদের দেহ খাদ্য
শত শকুনির।

৬.
মাটির উপরে তৃণ, মানুষের জন্য।
অনাদৃত বালিকার মতো এখন নীরব
দ্রুতগামী অশ্বের উড়াল শোনা যায় কোনোকালে
ছিলো রক্তের চাহিদা
তাই এই বংশযুদ্ধ চিরকাল
ঝরে মুণ্ড, তখন তৃণের ব্যথা বহুদিন
ঘুম আর জাগরণে শোনা যায়।

তবু তুমি তৃণ নিদ্রা ভেঙে,
জলের ভ্রমণে মানুষের কাছে
সরল জননী।
তাই মানুষ নেবে কি নেবে না এই দ্বিধা
যেন কোনোদিন না হয়
কারণ পূর্বপুরুষের পাকস্থলি তৃণময়
ওরা প্রকৃত অতিথি
　　　　এই জননী সেবায় বেঁচে ছিলো হাজার বছর।

৭.
যেন জন্মান্তর হয় এই ঘাসে
বিপুল সাম্রাজ্য ছেড়ে
যে রাজন পথের ভিক্ষুক,
তার দিকে আমাদের মহাযাত্রা।
প্রাণী হত্যা নাই,
তাই তৃণ কাচের মতো পরিষ্কার
স্তরে স্তরে সাজানো অনিত্য আশা
একমাত্র ভাষা তৃণের শরীরে
বিন্দু বিন্দু যে জল জমেছে মুখে–
তার থেকে এক মহানদী
আমাদের ডেকে ডেকে গভীর প্রাঙ্গণে

বলে চিরনিদ্রা বলে চিরশান্তি
মানুষের ভেতরে ভূজঙ্গ মাছ হয়, জল হয়
জলের গভীরে শোনে
　　　　ভগ্নি প্রতিমার গান।

৮.
মাটির ওপরে তৃণ– মানুষের জন্য
ভেতরে পালিত কবি প্রাচীন কবিতা নিয়ে অপেক্ষায়।
পার্শ্ববর্তী লিথি নদী
তার জল পানে ভুলে গেছে সংসার বেদনা।
তাই মুক্ত নাইটিংগেল
সমাহিত যুবকের প্রাণ ভয়ে উড়ে গেছে বহুদূর
দীর্ঘদেহ তৃণের ভেতর
সবুজ কফিনে তুমি ঋষি কবি
অনিবার্য তৃণ– এই কামনা জাতির
যদি নিদ্রা থেকে ফিরে আসি– বহুস্তরে বিভাজিত তৃণ–
　　　　　　　　　　　　তুমি মাতা।

আশাবৃক্ষ

১.

নিখোঁজ হয়েছে ভাইবোন
পরিতৃপ্ত ভূমি
            শূন্য।
তৃণহীন– তাই ভয়, শঙ্কা, রাত্রি প্রহেলিকা
শান্ত হয়ে পরিকীর্ণ ছিলো পথের লালিত্য, চারিদিকে।

সেইদিকে গেলো যারা–
ছিলো আমাদের মতো অপেক্ষায় অগ্নি।
অশ্বারোহী, বলো পরের ঠিকানা কোনদিকে
নিভে গিয়ে পুনরায়
অন্ধকারে হাড়ের ভেতর একদলা মূল
ডেকে ডেকে ক্লান্ত–
যেন হারানো সন্তান সন্তানের জন্য
                        অপেক্ষা অনেক।

শীত বর্ষা ঘুরে ঘুরে আসে
মাটির তলায় মানুষের আগমন ধীরে
দূরে মূলঅমূলে বৃষ্টির ডালপালা–
সকল কামনা প্রবাহিত সেইদিকে
অন্ধ যারা, দেখে চোখের ভেতর
                  শুধু আগুনের আলো।

২.

একটি পাখির নাম বোন
আমাকে অনঙ্গ বলো তাই
অবশিষ্ট ভাইতো আমরা
বহুদিন দূরে চলে গিয়ে
বাতাসে বাতাসে ওড়ে এই গাছের পাতায়
                     আগমন কাহিনী;

একদিন আমরা আসবো চলে
কারণ সকল বেচাকেনা শেষে–
   রিক্ত হয়ে
বাণিজ্যপ্রবণ শহরের কেন্দ্র থেকে আমাদের যাত্রা।
এই ভেবে পাখি তুমি
সকলের বোন সেজে শুনাও কাহিনী কথা;

আমরা তখন পথে পথে ছড়ানো শুকনো ধুলো
জানি ঘূর্ণনের ধর্ম–
কারণ প্রকৃতপক্ষে মানুষের নেতা
বাক্যযুদ্ধ করে নিয়ে গেছে হাট ও বাজার।

এখন অর্ধেক প্রাণ অর্ধেক শরীর
আর কেন্দ্রে ছুটে যাবার ঘটনা–
ঘটে যায় বর্ষাকালে

জলের ভাসানে পুত্তুলিকা প্রবাহের মতো
অনিঃশেষ চলা।

৩.
অনেক প্রার্থনা ছিলো
কিন্তু ফুল– তুমি কি কারণে ফুটে আছো
অন্য ঘরে।
জলে প্রস্ফুটিত, তাই আমি যৌবন শুরুর কালে
দেখি জলের প্রভুত্ব,
অনিবার্য বন্ধুত্ব মাছের সাথে গড়ে।

একদিন মন্ত্রবলে আমিও মৎস
তোমার গৃহের কাছে উপনীত মীন।
পুচ্ছে অবগাহনের আলো, তীর।
শুরু ছিলো, শেষ নেই।
আমাকে উজাড় করে দেখো
আমাদের মাঠে নেই শস্য নেই–
একসময় সবই নিরালম্ব দাস,
তাই তুমি প্রার্থিত ভুজঙ্গ-উপস্থিত দাঁতের কাছে
মৃত আমি।
সর্ব মাটি– তাকিয়ে দেখেছি পাখি উড়ে গেছে বীজ ঠোঁটে
জানি একদিন অঙ্কুরোদগম, বহুদূরে।
তখন আমার পুনর্জন্ম- পাতার ভেতর শত ফুল
স্কুলভূমি পলায়নকালে, তুমি যেমন একটি গান
বেজে চলো পথে পথে।

৪.
আমার কিছুই নেই
লুণ্ঠিত ঘরের কোণে চিরদিন স্বপ্নঘোড়া
বধূ হয়ে চলে।
ব্যবধান সর্বত্র বিস্তৃত
প্রভু- নিজবংশে পর জেনে পার্থক্য করেছো।
নেই ব্যথা
জন্মব্যথা চিরদিন বহুশব্দে বাজে।
এখন সাধনা আশা
হাজার বছর ধরে কৃষ্ণকায় তৃণ ধরে আসি
আছে ডালপালা, বাঁশি সেই,
গান হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে
দিকে দিকে।
আমার কি শান্তি!
লুণ্ঠিতজনের ব্যথা উপশমে প্রাকৃতিক,
মাতা– বলো কবে শিশু করে ছাড়বে মাটিতে।

৫.
সকল প্রস্থান আলোময়
দিঘিপাড়ে তৃণাবর্ত মৃত্যুমুখ, ভাবে
এতো আত্মা উড়িতেছে শিকড়বাকড়ে!
কোনোদিন ভ্রূণ ছিলো নারীর পেটের জলে
আজ শতো তৃণের আলোয়

দিঘিপাড়ে জন্ম
এইতো আমরা, মৃত নই
সবুজ রসের ধারা সঞ্জীবনী সুধা
প্রাণ হয়ে দেহ হয়ে উড়িতেছে সবখানে।

শুরুই সমাপ্তি নয়–
বহুব্যাপ্ত বৃক্ষের আশায়
জনে জনে আশারব বুকের ভেতর,
একদিন ডালে ডালে মহাশিশু
শোনে সব নিবৃত্তির গান
গাছতলে এক কিশোর গায়ক,
জগতের অর্থ উদ্ধারে ফকির হয়ে
বাঁধিয়াছে ঘর
তার তরে... গুল্মলতা অর্ধনারীশ্বর।
সমবেত সুধীগণ বলে, এতো লালনের ঘর
মহাগাছের অন্তরে বাঁধা শত
সাধনসংগীত।

৬.
তৃণের সমাপ্তিকালে অবশেষে গাছ
শিশু আমরা মাঠের কেন্দ্রে
দেখি দূরে শুভ গাছের আসর।
ধ্বনি তখন অন্তরে শুভ ধ্বনি
সকল মন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ
সকল অন্তর থেকে মুক্তি লাভে
সকল অন্তর এক হয়ে
দিকে দিকে ফুটে।
বলো গাছ বলো ছায়াদাতা সন্তান লালনকারী,
এইখানে আমাদের ঘরবাড়ি হোক
বছর বছর মেলা ডেকে বানভাসি
মানুষের সঙ্গলীলা হোক।

পাতার সৌরভে শতো মাতা
পুনরায় মা হয়ে জগতময়ে
বলবে দুধের কথা বলবে তৃণের কথা,
যাহা তৃণ তাহা পূর্ণ
পূর্ণ হয়ে ফুটিতেছে আমৃত্যু গাছের সখা
আশা আমাদের বৃক্ষলতা–
মাতাতরু চিরদিন কোলে কোলে
সন্তানেরে দিতেছে অসীম আয়ু
পরমায়ু।
৭.
একজন নিঃশব্দে শরীর বন্ধ করে করিতেছে ধ্যান
শুনি আমরা মাটির বুকে কান পেতে শুনি
ছিলো রাজসখা
ছিলো ঐরাবতে সমাসীন... কপিলা নায়ক
আজ রাত্রিকালে কে জাগালে নেশা
ডাকে ঘুমন্ত গাছের মায়া
তাই জগত উদ্ধারে যায়

ছায়া চিত্রার্পিত।

যুগে যুগে মানুষের ক্ষতি
যুগে যুগে রক্তদানের বেদনা
আকাশের নিচে মহানিমগাছ
রাত্রিকালে শোনে
বুদ্ধের প্রার্থনা
আমরা তখন এক দেহে
দেহ থেকে বহু দেহে
নিত্য অনিত্য ভাবনা
করে মিশে গেছি শিকড়বাকড়ে।

৮.
ঘাসের ভেতর দিয়ে আমি চলেছি কোথায়
আমার মা নাই বাবা নাই
ভাইবোন কিছু নাই
ঘাসের ভেতর দিয়ে আমি চলেছি কোথায়।

পুত্র ডাকে আয় কন্যা ডাকে আয়–
ঘরে ফিরে আয়
আমি শুনি শুনি না কিছুই
চারদিকে সবুজ অধিক গাঢ়
উপস্থিত ঘাসপতি বলে আয় এইখানে আয়
যে রাজন ছেড়েছিলো
বাড়ি স্ত্রী পুত্র মাতা ঘরবাড়ি
ঘাসের উপরে যেন তার দ্বিতীয় জন্ম
আমি বলি উপস্থিত উপস্থিত
আমি বলি সবকিছু স্থিত
মৃত্যু জ্বরা ক্ষয় লয়
বেদনা কামনা বরাভয়
সবকিছু স্থিত।
ঘাসের কিনারে জল
জলে নেমেছে পাখির পরিচয়
শেষ প্রান্তে শূন্য–
শূন্য থেকে আমাদের সবকিছু শুরু
ঘাসের ভেতর থেকে আমাদের সবকিছু শুরু
শুরু থেকে তৃণ,
তৃণ থেকে গাছ বহু গাছ মিলে গাছের বসতি
বলি পুত্র বলি কন্যা শান্তি
সব শান্তি আশাবৃক্ষ, সমর্পণ।

শিশু প্রতিভা

প্রথমত অবগুণ্ঠিত পরে প্রকাশিত
গোত্রহীন
লম্বমান একমাত্র জনমানুষের ভিড়ে
মাতৃসভা ভেসে যায় অনিঃশেষ প□াবনে
এখন গৃহ বলতে এই নির্ধারিত লীলাভূমি
হাতে আসে আবার চলে যায়
দীক্ষা নেই
কোনো ভাষার দখল নেই সরকারি লোকের মতো
শুধু প্রকাশিত আমাদের ভাতের থালায়

আমরা তখন জলপথে তরবারি বিনিময় করি
আমাদের ঘোড়া আছে হাতি আছে
আমাদের বাগানে লাল নীল তিতির
দেখি পাটাতনে নৃত্যরত মাছ
দেখি পথসভা গান
ভাবি জীবে দয়া পূণ্য কাজ

তুমি নির্বাচিত নও
তোমার অবলম্বন বলতে শূন্য থালা
তুমি ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত পানিপথ পলাশি রাস্তায়
তুমি একদিন নিহত হবে ধর্মযুদ্ধে

সোনার পথের কাছে

সোনার পথের কাছে মাথা নুয়ে আছি
চোখে মুখে প্রার্থনার আগুন
জল, একমাত্র ভাষা–– প্রাত্যহিক
মাথা ভেদ করে আসে
দেখছি ক্রমশ দেহ, দেহান্তর,পরাশ্রিত
কাঠ আর ধুলো ছড়িয়ে আছে দিকবিদিক।

পাশে লোকে কথা বলে। ভাষার অতীত কথা হিম
যেনো কোনোদিন কাছের ছিল না আমাদের কেউ।
আমাদের গাভী গেছে কোন পথে, কোন ঘাস ঘাসের সন্ধানে
ঘাসে ঘাসে রক্তপাত, কাহিনী নীরব
শুনেছি ধর্মকথা মর্মমূলে তরবারি হয়ে নামে
যেদেশ নিজের, পরিচিত
আমাদের তাতে কোনো গান নেই।

অবলম্বনের চাঁদ ছিলো একদিন, মাটি মাটি
ফুল ফুলের আশ্রমে হাড় খুলি ছিলো একদিন
কিন্তু এতোটুকু ছিলো না যে সকল আগুন ছেড়ে
মানুষের আনাগোনা ছেড়ে–
শুধু সোনার পথের আশায় থাকা।

একদিন যমুনা করে ভেলা ভেসে আসে
একদিন জলে জলে অতিবাহিত সময়
দেখি রাজা বনবাসে যায়
দেখি মাটির ভেতর সনাতন সর্প
কাকে ভাসাবো আমরা দ্বিতীয়বার
দেহ, দেহান্তর– জনতা বিমূঢ়।

মাটির ভেতরে গান

১.
দেহ থেকে ওঠে আসে আর এক দেহ, মাটির ভেতর।
দেখে মৃৎ শোভিতঅঞ্চল, নির্বাপিত সময়ের বাহন একটি গাছ
নিচে বিক্রমাদিত্যের ঘোড়া, পায়ে পায়ে পথের পালন।
বহুদূর চলে গেছে নতুন জাতক, তাই অবসন্ন ধুলোর সংগীত
আছে হাওয়া মাটির ভাঁজ থেকে উঠে আসা গুল্মের প্রবাহ
দেখে দেহের টুকরো হাত মাথা পেট সবই উড্ডীন
আছে শুধু চিহ্ন, ভাষা ব্যবহারের গোথিক প্রচলন।
মৃতের শরীর ভাবে, এককাল শেষ হয়ে মূলমাটিতে আবার
বিবাহের ব্যথা
কন্যা তুমি উৎসারিত কোন গাঙুরের জলে
অভিশপ্ত রাজণ্যের পুত্র আমি, আমার বাসরে সাপ।
২.
আজ বৃষ্টি পড়লো বসন্ত হাওয়ায়
আজ সনাতন নিদ্রায় পক্ষীর মৃত্যু
ওড়ে উঁই ওড়ে আলো
পিন্দিয়া সবুজ শাড়ি ওড়ে আসমানি।
ভুঁদোর আমরা অষ্টভাই
ভুঁদোর আমার ভাই নাই।

আমি সঙ্গ নিঃসঙ্গ আমার বংশে বলিদান
জানি এক রক্তধারা আবার একই রক্ত থেকে
বহু প্রাণ পরিক্রমা।
তাই সংজ্ঞাহীন বহুপ্রজ রাস্তা
দেখি রাস্তায় রাস্তায় ভূত ভূতুমের খেলা
খেলা করে বাবু খেলা করে মাঝি
আমাকে মাতার যতো অবহেলা।

৩.
প্রশ্নকারীকে আমার পরিচয় দিই
বলি গোত্র--ভসুয়া বাঙ্গাল আমি,
চিকিৎসালয়ের পাশে আছে শহীদ মিনার।
বলি মাতৃবাংলা আমার সকল অঙ্গ
তথায় নিবাস করে ধানপাটনদীনালা
আমার মাটিতে রক্তজল
আমার মাটিতে খরা
আমার উঠোনে নৃত্য করে ডাকাত নিজাম।
মানুষ চলেছে অইপারে
মানুষ দেখেছে রেলঅতিক্রম
ওরে ও খরার গান
ওরে ও বন্যার গান
আমরা ভুবন মেরে কলাগাছ ধরে
বহিয়া চলেছি বিশ্বপার।

৪.
বধূ আমার অঙ্গ ঝরিয়া গেলো
তবু তোমার সঙ্গ শেষ হয় না।

হাড়ে হাড়ে যদিও বৈশ্বানর ব্যথা
সেথায় তোমার বধূজন্ম, অবয়ব গাথা।
স্বভাব গড়িয়ে যায় ফুল ফুটে যায়
তোমার গহনা থেকে দিকে দিকে
কি সব সম্ভাবনা।
উঠেছে যে মাটি বুকে পিঠে নাভির কিনারে
তাতে সঙ্গঅসঙ্গের অকৃত্রিম স্মৃতি,
আমি টোকা দিই আমি খর্ব হই
কি সহজে খুলে যায় প্রত্ন, জৈব শীলা।
৫.
দেহটাকে ভেলা করে জলে ভাসালো কে
সঙ্গী নাই সাথী নাই জলে ধরলো কে।
ওমা আমার শতো কন্যা শতো পুত্রের যতন
দেহটাকে ভাগ করে ভেলা করলো কে।
আমার পাতাল পরিক্রমা আমার ক্ষত্রিয় চলা
আমার দিকে দিকে ঘুরে মাছ ও শ্যাওলা।
দিয়েছি ঘরানা আর বলেছি ঠিকানা
সমাহিত দেহঘরে রূপঅরূপের খেলা
সময় চলিয়া যায় সময় পাথর হয়ে যায়
জন্ম জন্ম আমার মাটির প্রমা।
খেয়েছি বিষের ভাণ্ড দুধভাত করে
দেখেছি সাপের নৃত্য জগত সংসার ভরে।

৬.
বলে চিরনিদ্রা বলে চিরশান্তি ঘুম ঘুম চিরনিদ্রা।
প্রকৃতভাবে চিরজাগরণ। এক দাঁড়ানো পৃথিবী
মাঠ ঘাট আলোঅন্ধকার নিয়ে জেগে থাকে অনুপল
বলে স্মৃতিকথা বলে তীর্থযাত্রী, মৌনগাথা।
আমি দিগম্বর আমার কোমর থেকে আলোবাঁশি
আমার শরীর থেকে সাতটি অমরাবতি।
আসে রাধিকা বালিকা কুলবধূ
বলে চিরনিদ্রা চিরনিদ্রা ঘুম ঘুম শান্তি চিরনিদ্রা
আমি বলি জাগরণ সত্য জাগরণ দৃশ্যকলা
এক মানবীর গুল্মলতায় শতেক রাস্তা
আমি পথিক আমার মাথা করেছি উপুড়।

৭.
আজ আমার জগত-বিদ্যালয় বন্ধ
আজ আমি কেবলই ছুটি।
এ কি সংখ্যা শেখালো বোধের শিক্ষক
এ কি বিদ্যা শেখালো মাথার শিক্ষক।
আমার প্রশ্নের ভেতরে করে খেলা শূন্য থেকে শূন্য
আমার প্রশ্নের ভেতর উত্তর হয় শূন্য এবং শূন্য।

আজ আমি নিরুত্তর, প্রশ্নহীন কেবলই ছুটি
কর্মছুটি দৃশ্যছুটি শব্দছুটি ওরে।
কী পত্র দিয়েছে বন্ধুর বোন ওরে
কী কাহিনী শোনাবে বন্ধু, আসামী আমাকে
এসব আমরা অবসরে ভাবি

হাজার বসন্তে করি সঙ্গমের দিনলিপি।
৮.
পুরসভার আলো। নিচু হয়ে পড়েছে ঘাসে।
ঘাস দ্বীপবাসী, জানে ঘনপুঞ্জে নিরবধি গ্রহণের প্রথা
আমাকে উধাও করে চিরসেবা প্রতি জনে জনে
আলো থেকে সরল জননীর মুখ
আলো থেকে পুকুর জলের কথা।
একদিন ঘাস, নিরুত্তর; কারণ ক্রমশ জনসংখ্যা
বেড়ে গেছে নদীর ওপরে। গায়ের ওপরে।
তখন একটি সরীসৃপ ভাবে মৃত্যুগ্রহণকালীন আলো
জ্যোতির্ময়।

৯.
তুমি গৃহে থাকো আমি থাকি পথে,
দেখি রূপের রাখাল যায় শত আয়োজনে।
শব্দ বাঁধে ডেরা বাঁধে চতুস্পদী মাঠে
নিরুপদ্রব পথঘাট এই বৈশাখে
পথে উভলীলা, পথে পৌষ সংক্রান্তির মেলা
পথ থেকে প্রভু পথ গান ধরে শীতে।
আমি ভিক্ষুকের রাজা
আমি থালা হাতে রাজা দশরথ
প্রজার হিত চাই প্রজার প্রহরা
মাগো দাও অন্ন দাও বীজ
রাজা প্রজা মিলেমিশে শীত নদীর গীত।

১০.
আমি অনাড়ম্বর বুদ্ধ। আমি আদি অনাদি, আমার চোখ ভরা ধ্যান।
আমার অশোক গাছে ঝুলে ত্রিজগতের পাখি
আসে সুজাতা, বিমাতা আগমনী বার্তা পাই, পিতা অবতার।
ওরা দীনবেশ, ওরা অচঞ্চল দেহে ধরে অপেক্ষার বীজ
আমি উর্ধ্বমুখে থাকি আমার জগতভরা মেঘ।
ওরে ও বৃষের ভাই আমার এখন যোগাযোগ নাই
ওরে ও গাভীর বোন আমার পয়সাকড়ি নাই।
নগর উঠেছে, মহানাগরিক কলা শেখে মানুষের পীড়া
নগর গাইছে, মহাপ্রলয়ের গান শোনে মানুষের পীড়া
আমার মাথায় বটবৃক্ষ
আমার শরীরে মহাবৃক্ষ,
জয় হাওয়ার জয়
জগত ব্যাপিয়া ভাষা মিথ্যা, জাগে শুধু ভয়।

১১.
আমার অনেক আয়ু রয়ে গেছে। যা অনতিক্রম্য–
সেই শক্তি পালনে গেছে সরল জীবন।
যেনো সকলে পুতুল, পথে পথে শিশুর কাহিনী।
পিতা তুমি অশ্রুতপূর্ব, তবু অধিষ্ঠান করো বাড়ি বাড়ি
আমি যুবক-পুতুল, হা করে রেখেছি ভূলোক।
চিকিৎসা সুস্বাস্থ্য দেবে এমন ডাক্তার নেই
যখনই চেতন-গড়ল নামে মাথার ভেতরে
এক কাপালিক অসুর কেমন করে খায় রক্তমাংস

তখন সমাধি স্থির
গোপনে মাটির ঘরে ভাসানের ইচ্ছা।

১২.
যতো পারো শাস্তি দাও। আমি অনিবার্য, একমাত্র মৃত।
যে ইশারাবলে জন্মলাভে– জগত অতিথি,
সে আবার চমৎকার মৃতের জনক।
আছি দিনরাত্রি, পুর আলো, জনসংঘে,
অনুজ্জ্বল মাটির আলো আকাশে আকাশে।
যে আকাঙ্ক্ষা নির্বাপিত, প্রাণ হারানোর বিনিময়ে
সেসব অনেক জন্ম রাখি অন্য জনের নামে।
সে এখন নতুন জাতক, ঘুরে মাতৃকুলে
তখন আমার আমি আছি সকল মানবে।

দ্বিতীয় জন্ম

কোনো কোনো জন্মের ভেতর আমাদের পুনর্বার জন্ম
একদিন অবিরাম জলশীর্ষ, পাঠশালা, মেহগনি গাছের প্রতিভা
আমরা সলাজ দিগম্বর শিশু, প্রাত্যহিক রুটি আর ঘুমের সন্তান
বাতি নিভিয়ে দরোজা খুলে দেখি হাটে হাটে গানের জগৎ
জানি সব মৃত্যু সত্য নয়, পথে পথে মানুষের আগমন
জনে জনে আমাদের আশা, ভবিষ্যৎ।

এখন এমন কাল যে রঙিন কাগজের সব, সহজ পাতার
খোঁজ করে দেখি আরো জটিল হয়ে গেছে ঘাস
ডালপালার গভীরে বিদেশি পাখির স্বপ্ন।
নিচে অক্লান্ত পথিক
জানে কর্মের কৌশল, জানে রাত্রিকালীন আহার
একদিন দূরে চলে গেছে সংসারের চিহ্ন
পায়ের গতিতে মায়া, মায়া নিঃস্ব পরপারে।

তাই কোনো কোনো জন্মের প্রার্থনা আমাদের। যেনো
শাদা ভাত নিয়ে দাঁড়ায় জননী। যেনো অকৃত্রিম বোন থাকে,
যেনো পথে পথে ঘাস রাখাল ছেলের স্বপ্নে পুষ্ট গাভী
আমাদের সব কিছু গান সব কিছু অবিরাম অলস সঙ্গীত।

আগুনবন্দি

অগ্নি আগুন এমন দাহগাথা শিখেছিলো পিতা
প্রথমে পোড়ালো বোন যার মৃত্যু নদীগর্ভে লেখা।
তারপর তিনি হাত প্রসারিত করে এই আয়োজন, ভার
দিয়ে দিলো মাকে।
মা ছিলো ঘুমন্ত ফুল বনে একা
দলে দলে সখিগণ করে গান
অগ্নি আগুন এমন স্বামী কানাগর্তে যায়।

আমি পুত্র। জলবালিকার দেশে থাকি
আগুন বলতে শুধু এক বোধিপ্রাপ্ত চোখ
নদীপথে জ্বলে যায়।
লণ্ঠন নিভিয়ে ঝড় বাদলের দিনে অভিষেক গৃহে যাই
পিতা ছিলো আগুনপ্রবণ মাতা সখি প্রার্থনাকারী,
আমি জানি মৎস্যজনতার রূপকথা।

অভিষেক গৃহের আগুন নারী সেজে যায়
বলে আয় আমার বাগানে আয়।
বাগানে রয়েছে অগ্নিমাতা মৃত্যুভাণ্ড নিয়ে
আমাকে উদরে পুরে জঙ্গলে ঢুকে যায়;
জঙ্গলে দহন কার্য রতিক্রিয়ার সমান
সাথে শীৎকার গোঙানি পাখি মৃত্যুর সমান
ধ্বনি ধ্বনি চাপাধ্বনি বন অরণ্যের নিচে
আমি আছি আমি নাই, আমাতে আগুন একাকার।

অগ্নি বিশারদ বোঝ
আগুন তোমার জন্য রেখে যাবে ছাই।

মীনকে
নদীতীরে রাজা ধীবর

মীন, আমার ধৈর্যচ্যুতি হয়। সহস্র বছর কূলে বসে থাকা, ও হো মীন আমার ধর্মচ্যূতি হয়। তুমি জল ছেড়ে উঠছো না– এই প্রার্থনার রূপ দেখছো না।

মীন, মীন আমি নিহত। আমার নৌকা ধ্বংসপ্রাপ্ত, আমার ছিপ নিয়ে গ্যাছে কালো কেউটে সাপ।

এই রাত্রিকাল। আমার মেয়ে রজঃস্বলা। ও হো মীন প্রকাশিত হও। দেশে দেশে অন্নগীত, মাঠে শুধু মানুষের হাড়, মীন তুমি উঠছো না। লোকালয়ে ধোঁয়া, চাঁদ পুড়ে যাচ্ছে– মীন, মীন তুমি এখনো... রজঃস্রাব নিঃশেষ হবে প্রভাতে। আমরা বংশহীন হবো কুটিল গ্রীষ্মে।

ও হো মীন তুমি শুনছো না।

ফুলকে

প্রার্থনার পূর্বে

সব সুন্দর প্রকাশ করে আছে ফুল। যেনো শবগাড়ি
আমাকে বহন করে নিয়ে যাবে আগুনের নিচে
আগুন গান্ধর্ব প্রথা, জীবন্ত মানবদেহ--চিতা আমার জন্ম দিনে!
অর্থাৎ এই ফুল দৃশ্যে আমি শব, নিরালোকের পথিক হয়ে যাই
আর মরলোকের বাসিন্দা হয়ে যাই।

সে জলের পুচ্ছে পুচ্ছে থাকে আর পাতালের আলোগুলো খায়
যেদিন সে প্রকাশিত নাঙা চরাচরে, আমি তখন অবশ বালুকণিকায়
ধীরে ধীরে সে আমাকে স্পর্শ করে চোখগুলো চায়
আমি তখন বধির জলগন্ধে– জলপরীর ডানায়।

জন্মে জন্মে যে গীত করেছি আমি– শবগাড়ি করে
নিয়ে যাবে এই ফুল– অর্থাৎ পাললিক জৈবস্তর এই দেহভার,
তবু আজ রাতে মৃতের প্রার্থনাগীতে ফোটে এই ফুল
পাপড়ি প্রকাশ ক'রে বলে সকল জীবের কথা
জীবে অ-জীবে এই ফুল জন্ম এবং পতনের গাথা।

ছাত্রী হোস্টেলের পাশে

ডিমের খোলস ভেঙে লাল নীল পাখি। অধ্যয়নরত।
কোনোদিন নিদ্রা জাগরণ জাগরণ নিদ্রা
ঘুমঘোরে পথে পথে শামুকের মতো চলা
মনে হয় নদী এসে দিয়ে গেছে কথা, নিমন্ত্রণ।
সামনে বাজার, উপদ্রুত গুরু দক্ষিণা
পুরাতন সব্‌জির মতো গলে গলে পড়ে।
পরিকীর্ণ বিদ্যুৎ-আলোর ছায়ায় আমাদের ভগ্নি মাতাগণ
ভবিষ্যৎ লক্ষ্যে শিখে নেয় রাষ্ট্র বিজ্ঞানের সূত্র
পুনরায় নিদ্রা জাগরণ জাগরণ নিদ্রা
তখন দরোজা খুলে দেখা যাবে পানিফল
আমফলের বেদনাহত ঘ্রাণ;
বৃষ্টি এলো আর ভেসে গেলো অবতীর্ণ নৌকা
তখন ডুবন্ত পাজামার গায়ে বাতাসের চিহ্ন
বাতাসের ঘরে তুমি কিশোর প্রেমিক পাখি হয়ে মরো।

সনাতন বাঁচার আগ্রহ আমাদের আছে
তাই বিনিময় প্রথার সময়ে চিরদিন চক্রব্যূহ, অবস্থান।
আহত নিহত পান্থ, নির্বাচিত জনতার প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতি খেলা
কথামানবেরা আসে, পিচ আর পাথরের ভাষায় করে প্রশ্ন পরিত্রাণ
তথায় আগত তীর্থ তথায় আহার কার্যক্রম।

ছাত্রী হোস্টেলের পাশে নিরন্তর, বটময়ী যুগ
মাঠ বীজ অবিরাম মাটির সঙ্গীত
ডিমের খোলস ভেঙে লাল নীল পাখি
বাথরুমে ঝর্ণার কবলে দেখে জলময় পাঠ
ভেসে যাচ্ছে কথা ভাষ্য, অনুশাসন রাজার রাজ্যপাট
মহাভারতের যুদ্ধ নাই। পুনর্বার জন্ম নাই গান্ধারী কুন্তীর।

লোকেরা

আমাদের লোকেরা প্রথম নির্বাচনে এইখানে ছিলো
তারপর গুটি গুটি ধুলো ধুলোর আবহে একদিন কোনদিকে গেলো।
ঘাসে অনেক জীবন থাকে, বাড়ির রাখাল গরু নিয়ে যায় মাঠে
মাঠ অনেক জীবন্ত ঘাস– ঘাস দেখে
আমাদের ধারণা প্রবল– এই রক্তচিহ্ন এই কাটা সব্জি আঙুল
কারা ফেলে গেলো।

আমরা সকলে গণশিক্ষা করি
এই মুক্ত ধারাপাত, বিদ্যাশিক্ষা উন্মুক্ত বাগান
আমাদের মাথায় হাওয়ার মতো ঘুরে ঘুরে যায়।
ইতিহাস নির্বাচিত নয়, তবু অশোকের প্রেষণার নিচে
নিহত লোকেরা দেখছে, আবার অন্য কেউ জেগে ওঠেছে
নতুন নামে, নতুন চেহারা বংশ উপক্রমনিকা
তার পেছনে সহস্র ঐরাবত পাখা মেলে আসছে।

আমাদের উন্মুক্ত বাগান, আমরা ইতিহাস গল্প পড়ি
বাড়ির রাখাল গরু নিয়ে যায় মাঠে
মাঠে মাঠে আগুনের চিহ্ন
আগুন দেখে আমাদের ধারণা প্রবল
একদিন জল গরম হয়ে উঠেছিল কোথাও
কোথাও ছাই হয়ে পড়ে আছে শস্য সন্তান।

ভিক্ষুকের গান

একদিন পাখির ডিমের আশায় মাঠে মাঠে রাত্রি
আমাদের ঘর ভরা ভাতের আশা
রাত্রে ফোটে মহাজাগতিক কালো
একদিন বাবা নিহত ভাই অপহৃত
আমরা গীত করে যাই আমাদের বিধিলিপি সত্য।

আমরা জানি আমাদের একটি নদী
আমাদের নদী নদী শূন্য গান
চোখ ভরে আছে যমুনা মেঘনা
মাটি ভেদ করে উঠবে শাদা সোনালী মাছ
আমরা নিরাকার মাছ খাই
আমাদের ঘর ভরা স্বপ্নগাছ।

একদিন নিজেদেরকে ডাকি
নিজেদের করি ভাগ।

প্রার্থনা শেষে

প্রার্থনা শেষ, দ্বারে দারে ভিক্ষা করে তোমার কাছে
 তোমার কাছে আলো মাছের চোখের মতো হা করে জ্বলছে
তখন আমরা ভাবি নিদ্রা পরিগ্রহণ ভালো
এই জল ভারাক্রান্ত পোশাক ছেড়ে আমরা দলে দলে
পৃথিবীর গন্ধ নিয়ে থাকি
 তখন যদি কেউ কোনোদিন আহার চায়
 তাকে এই ভরসা যেনো ফুল ফোটে
দ্বারে দারে শাদা ভাতের মতো ফুল

আমরা জানি আহার কেমন
 কেমন আশ্বর্য্য এই গ্রহণ প্রতিভা
আমরা শিখেছি স্কুলে আর দেখেছি মানুষের মুখ
কেমন এই মানুষের মুখ যেখানে একদিন নদী
নদীর ভেতর শাদা মাছ চাঁদ দেখে
আমাদের বোনের দিকে চলে এসেছে
 আর বলছে পানির গল্প
 কিভাবে ওরা মানুষের সপ্ন মানুষের আশা
ভালোবাসা শেষ করে গ্রামে নগরে দানবের মতো জেগে ওঠছে
 আর বলছে- আমাকে আগুন দাও আমার নিদ্রাহীন দিনরাত্রি
যেনো শস্য থেকে আগুন জ্বালাতে পারি

কিন্তু এমন যে আর মাতা আসেনা
যেনো কোথাও আকাশ নিচু হয়ে আসছে
যেনো ঘর ওড়ে যাচ্ছে গাছ গাছের কামনা ছায়া
 কোনোদিন উঠোন ভরা মানুষের আহার পালন
এমন ভাবে যেন শূন্য ভিটে মাটি দিয়ে ভরছে
 আর আমরা বলছি কাছে আসো
 আমাদের হাতে রাখো হাত
তখন এতটুকু বাতাস বালকের মতো দৌড়ে
রাস্তায় গিয়ে মানুষের কাছে আশা হয়ে জ্বলে।

অতিক্রান্ত পথের পালন

অতিক্রান্ত পথের পালন শুরু
মাটি ভেদ করে এসেছে যে দেহ- সর্বাঙ্গে ভাষার গল্প
একজোড়া ভাই নিহত প্রথম শীতে
তাদের আগমন ভেবে
অজপাড়াগাঁয়ে জননীর অশ্রু
দেখি অবাক বাতাস নদী পাড়ে বয়
তখন বাতাসের দেহে পুনর্জন্মের বর্ণনা
ভো ঘুরে, ঘুরে আশা শব্দের ভেতর
বহুবর্ণের ঘোড়া।

আর একটি বাড়ন্ত মাঠ গানের ভেতর আসে
সেথায় পলাশি আর পানিপথের যুদ্ধ
যুদ্ধে বাড়ন্ত হাতিয়ার ব্যবসা
সেথায় অনাথ পথিকের থালা
থালায় হিরামন আর রূপবান রূপবান খেলা
মনে পড়ে কেউ নদী ঠেলে
ডাঙায় এসে বসত গেড়েছে
তার তরে অমরাবতী আর সাপলুডু মেলা
নাচে লালন পালন করে আছে যে
শত গূঢ় দেহতত্ত্ব কথা।
আমরা বাতাস নিয়ে উঠোন আলো করে আছি
আমাদের ঘর ভরা শত আয়না
আম পড়ে জাম পড়ে পথে পথে মিশ্র পাতার ধারণা
বলি স্বপ্ন ব্যাখ্যাত হও বলি শব্দ
আগুনে সমাহিত হও
তখন জগত ভরা শিলাবৃষ্টি তখন নিদ্রা জেগে
উঠেছে পথের গভীরে।

পাঠশালার নিচে

চাঁদ ওঠে রাতে পাঠশালার নিচে
পাঠশালার নিচে তাম্রলিপি চিত্রপ্রতিভা
আমার তখন পরশ্রীকাতরতা, সন্তানআগ্রহ
যেনো নদী সাঁতরে পার হয়ে গেছি রেলপথ
পার্শ্বে তরকারী দোকান মৎস্য, জনতা
তাদের লাল কাপড় থেকে বাড়ির আশ্রয়
উঠোন, একটি মোরগ নিহত, অতিথির ইচ্ছায়।
চাঁদ উপস্থিত মাথার ওপরে
মাথার ওপরে শত জন্ম জন্মগাথা।

চাঁদ ওঠে রাতে পাঠশালার নিচে
পাঠশালার নিচে অন্ধকার, ঘাস খোলা মাঠ
আমার তখন যৌন প্রণোদনা
দেখি বনপথ অতিক্রম করে আসে সোনালী পা
দেখি ঘুঙুরের শব্দ,
ইতিহাস রূপকানোয়ার জাহানারা
দেখি বনপাতার গান
একটি নদীর কাছে সমাহিত রূপবেদনা।
আমার তখন আহার প্রার্থনা
দেখি মাটি ভেদ করে আসে সবুজ শস্য
দেখি পথে পথে আগুন আর ভাতের ব্যবহার।

লাল আঙুর

লাল আঙুর তুমি আমার জন্মতৃষ্ণা
আমার হাতে মাছের মতো জেগে ওঠো
কিন্তু এমনভাবে সাঁতার কাটো
জলে নামার আশা পাই না

তখন আমরা সবুজ মাঠের স্তব করি
তখন আমাদের পিঠে ঘোড় দৌড়ের কাহিনী
লাল আঙুর আমাদের শীত জুড়ে কবরখানার গান
আমার ভাইয়ের গায়ে বৃষ্টি পড়ে
তার চোখে ফুটে আছে অবশিষ্ট চাঁদ

লাল আঙুর আমাদের শত গৃহহীন কাল
আমাদের সন্তানের গায়ে ভেজা আঁশটে গন্ধ
তারা জেগে ওঠে দেখছে মানুষ ভাষা বিনিময় করছে
কিন্তু এমনভাবে করছে যে শুধু জিহ্বা আকাশ
পর্যন্ত উড়ছে

আর নদী ছোট হয়ে আসছে
আমরা আগুন ছাড়িয়ে যাচ্ছি
আমাদের ঘরে জননী নিহত
আমরা পয়সা পয়সা করে ক্রমশ নদীর ওপারে যাচ্ছি
লাল আঙুর তুমি আমাদের মাছতৃষ্ণা।

অপৌর

পুতুল, আমার এই আত্মবলিদান এই ঘোড়দৌড়ের বাগিচা
ত্যাগ করে হঠাৎ অপৌর জাগরণ– তুমি শিরোধার্য করো।
আমি বহুমুখি তৃষ্ণাসমেত পৃথিবী অতিক্রম করে চলেছি
আমার আঁধার বলতে এই অস্থিগুচ্ছ আর পঞ্চভূতের বাতাস।

পুতুল, নিরুত্তর, আলোকশাখার এই জগত নিলয় তুমি অনুধাবন করো।
এই পরিকীর্ণ গৃহশালা শুষ্ক পাঠদান আমি অস্বীকার করি
আমার জ্ঞান বলতে পূর্বজন্ম, শ্রুতি জলময় মাতৃপ্রকার
মৃতের শরীরে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছিলাম– পুতুল বিশ্বাস করো।

পুতুল তোমার জানা দরকার তোমার শরীরে আদিগাছ,
প্রভু তোমাকে নশ্বর মাটি-মানবী করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে
এই বিছানাযাপন আর কদলিপাতায় শিশু পরিবহন
পুতুল আমার আর সহ্য হয় না।
তুমি জানো, মূঢ় ভিক্ষাচাল উঠোনে উঠোনে ব্রতকথা
সব সবই হীননাথ
সবই সতর্ক মানুষের কারসাজি।

মানুষের সংঘ থেকে উঠে গিয়ে, দূরান্বিত
অপৌর আলোয়, আমাদের জাগরণ
আমাদের কথ্যভাষা, পুতুল ভাষার অবিচার থেকে
এই আকাঙ্ক্ষিত পরিত্রাণ– তুমি শিরোধার্য করো।

বাতাসজন্ম

পৃথিবীর পুরাতন শরীরের ভারে আরো অধিকতর মৎস্যগন্ধারূপ
প্রাচীন মাটির রূপ, গ্রামের বাতাস ভেদ করে আসে।
নতুন মহিলা– সেদ্ধজলের ভূগোলে তোলে ধানের গহনা
তখন একটি কুঁড়েঘর– আমাদের মতো সনাতন মানুষের পাঠ মেরে
নদীর মায়ায় নৌকা হয়ে ভাসে।
তারস্বরে ভাসে চন্দ্রকলা ভূমি
ঈশ্বর গুপ্তের হাত– এঁটেল কবিতা।
ভাবি পলায়ন ভালো। গিরগিটি, সবুজ সাপের মতো
আমাদের মাটি অতিক্রম অতি মনোরম।

মানুষের সব ইতিহাস শেষ। লৌকিক সংসার, যুদ্ধ ও বিনাশ
খেলাচ্ছলে– ধর্মবাদী তরুণের হাতে নিহত আমার ভাই
সব ইতিহাস– জন্ম-মৃত্যু, জীবনযাপন জন্মান্তর সবকিছু
কথাকাহিনী বেশে মুগ্ধ ভাষার আকারে
আমাদের করে গেছে– দাস অধিকতর দাস।

পৃথিবীর পুরাতন রূপ- তাতেও ধর্মযুদ্ধের দাগ
গ্রামের বাতাসে এইসব অতি মাঙ্গলিক আলো
আমাকে নিঃশেষ করে নিয়ে যায় কোন বোধিতলে;
একবিংশবার হয়েছি জাতক
পৃথিবীর মানুষের ঘরে নিয়ন্ত্রিত জীব-প্রাণ
পুনরায় গ্রামপথে আমাদের বাতাস-জন্ম
সকল ভ্রমণ সমাপনান্তে- বায়ু বায়ু মহাযাত্রা।

আহারের সময়

আহারের জন্য কিছু সহজ প্রার্থনা
কটি সবুজ পাতার আহ্বান জলসমতলে
চিকচিক করছে নদী উপকূল
বুকে জ্যোৎস্নার ঘোড়া, পায়ের নিচে হাওয়ার পাহাড়
ভাবছি আমাদের ভিটেমাটি কাদের আলো নিয়ে
জেগে থাকে হাজার বছর।

একটি সবুজ গাছ, সতত জননী
আমাদের অতীত আলো করে দেবে।
সব প্রার্থনার পবিত্রতা সব আশার বিশ্বাস
ক'টি সবুজ পাতার নিচে শাদা ভাতের থালায়
আমাদের বেঁচে থাকার সরল সম্ভাবনা।

জানি মৃত্যুযুগ নিচে
মাটির মঙ্গলে হাড় আর ঘিলুর সংসার
জল আর ধুলোর সঙ্গীতে কথা বলে অন্ধকার।
পাতা আর আহারের শিল্প সবকিছু দূর করে দেবে
দেখি জলসমতলে একটি মাছের অংশ– মূলত নিহত
ভাবি নদী উপকূলে, অতীত
আমাদের মৃত্যু ধারণা।

আমার হৃদয়

আমার হৃদয় অবিকল গোল রুটির বর্ণনা
আগুনের ছাঁচে জেগে উঠেছে– জেগে উঠে
দেখছে সময় অতি আহারপ্রবণ, সময় অতি
অতিথিপরায়ণ। ধীরে ধীরে আসছে।
সময়ের ওপারে আমার হৃদয় বাড়িঘর করছে
আম আর কাঁঠাল গাছ লাগাতে গিয়ে
দেখছে আকাশে বৃষ্টি নেই
রোদের ভেতর শীতের চিহ্ন।

আমার হৃদয় এভাবে অনাথের মতো
সময়হীন এক অবতারের কাছে মাথা
নুইয়ে রেখেছে, দেখছে সবুজ আঙুর ক্ষেত
তখন তার হাতে চাঁদ তার হাতে নদী
আমার হৃদয় দেখছে তার আশা মেটে না
গোলাপের ভেতর পুনরায় শহীদ কেউ।

বাংলা ডাকঘর

আবার জন্মগ্রহণের দৃশ্য আবার মাঠে যাওয়ার কাহিনী
কালো নীল অক্ষরের পাশে সবুজ বিদ্যালয়
স্বপ্নে পাওয়া রেললাইন
গহনা নির্মাণের স্মৃতি

বাতি জ্বলে বাতি নেভে
ঘোড়া দৌড়ে যায় কবরখানার পাশে
ভাই তুমি কি সমাহিত ভাই তুমি কি নদী
আলো উড়ে যায় ছেলের মতো
আমাদের বোনের মতো বাঁশঝাড়
একটি পাখি

মৃত্যু যতটুকু প্রাণ অধিকার অনেক
মুখের কাছে মাছ খাওয়ার আগ্রহ
দেখি অক্ষরের পাশে পথে পাওয়া গান
তখন অধিক নিরিবিলি এই লৌকিক মাধুর্য
পাতায় পাতায় গৃহধারণের ভাষা
আর বিবাহের গান
জানি বৃষ্টি পতনের মহিমা থাকে এই ঘরে
আমার এই ঋণ প্রবাহিত বাতাসে হাওয়ায়

টান
(তুষার গায়েনকে)

উপস্থিতি অনেক দূরে সম্ভব। তবু পত্র যোগাযোগ করি
দেখি বাতাসে অজপাড়াগাঁয়ের গন্ধ। দেখি জলকুণ্ডলি অতিক্রম
করে আসছে লালকমল নীলকমল।
দেখি অবিনাশি ভাষা। ভাষার পালক অবিরাম গণমানুষ
গণমানুষের মাথা। মাথা বেয়ে উঠছে বহু শিকারী পথ।

আমাদের অনেক রাস্তার জন্ম এভাবে
এভাবে দূর থেকে ভেসে ওঠে পিচ ও জন্তুর চিহ্ন
আমরা থালা হাতে অবিচল দাঁড়িয়ে থাকি
যেন উপশহরের কাছে খুলে যায় আহার্য দরোজা
আর ভাবি টাকা হবে একদিন
স্বরূপে প্রকাশিত হবে স্বপ্নে পাওয়া লাঠি।

তুমি নিরুৎসাহিত। উত্তর দাও না উত্তর দাও না
বলো দূরে থাকো বলো বনপথে আমাদের গানের মতো চলা।
তবু আমরা আশা করে আছি
প্রতিটি চিহ্নের অতীতের যুমুনাজল
প্রতিটি গ্রামপথে জন্মগ্রহণের ধুলো
ধানের পালন থেকে একদিন উপকথার বৃষ্টি
একটি নদীর আহ্বান মাছের চোখে
যেন সাঁতার ধরে রাখি যেন শরীর খুলে
পাওয়া যায় ঘাস আর মাটি।